ইংরাজ-গুণ-বর্ণন।

{ মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ }

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংশোধিত।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বসু

বিরচিত।

শ্রীরামপুর।

সন ১২৭৮ সাল।

তাং ১৫ আশ্বিন।

PRTNTED BY W. C. CHATTERJEE,

SERAMPORE:

ALFRED PRESS.

1871.

সূচিপত্র।

ভূমিকা।

এতদ্দেশে অনেকানেক বিদ্যোৎসাহী উদারচেতা মহোদয়গণ নানাবিধ পদ্য গদ্যাদি প্রবন্ধে কাব্য নাটক রচনা করিয়া এই জনসমাজে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমি কি মূঢ় ? ঐ যশস্বী মহাত্মাদিগের যশঃ কীর্ত্তি পাইবার জন্য বামনের ন্যায় শশাঙ্ক ধরিতে অভিলাষ করিতেছি। কারণ, সামান্য পদ্যাদি ছন্দে রচিত এই ইংরাজ গুণ বর্ণন নামক পুস্তকখানি যে, লোকমণ্ডলে পরিগণিত ও আদরণীয় হইবে, এমন কোন প্রত্যাশা করি নাই। কেবলমাত্র জনাঞি গ্রামস্থ ট্রেনিং ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টর মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য ও উৎসাহগুণে বশীভূত হইয়া গুণগ্রাহী পাঠক মহাশয়দিগের নিকট প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব পাঠক মহাশয়গণ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি আদ্য, অন্ত পাঠ করিয়া দেখিলে ; আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

২। যত এই পুস্তক খানির যে,যে, স্থানে অসংলগ্ন পাঠ ও বর্ণাশুদ্ধি ছিল। তাহা নয়পাড়ানিবাসী ধার্ম্মিকচূড়ামণি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বনিধি মহাশয়ের বহু পরিশ্রম যত্ন সহকারে সংশোধিত হইয়া শ্রীমারপুরস্থ শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে চৌধুরী মহাশয়ের আলফ্রেড্‌ প্রেসে মুদ্রিত করিয়া লইলাম। ইতি।

সন ১২৭৮ সাল।
জেলা হুগলি।
সাং পাতুল।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বসু।
নিবেদনমিতি।

উপক্রমণিকা।

ওহে ওহে! দয়াময়, দয়ার সাগর।
ত্রিলোকের নাথ তুমি, তুমি গুণাকর॥
এ সৃষ্টি হয়েছে প্রভু, তোমার গুণেতে।
তোমার তুলনা দিতে, নাহি ত্রিজগতে॥
তব গুণ এ সৃষ্টিতে, কে বর্ণিতে পারে?
নাম শুনে নয়নেতে, জল নাহি ধরে॥
কতই তোমার নাম, আছে ত্রিজগতে।
আসে না আসে না ওহে! এ পাপ মনেতে॥
কিবা, নভঃস্থলে সর্ব্বক্ষণ, মন্দ মন্দ সমীরণ।
অগ্নি, জল, ক্ষিতি, হয়,—তুমি সে কারণ॥
পঞ্চভূত হয়েছো হে! নিত্য নিরঞ্জন।
পদার্থ হয়েছো সব, হয়েছো জীবন॥
সর্ব্বশক্তিময় দেব, অখিলের পতি।
সর্ব্বত্র সমান ভাব, সর্ব্বজীবে গতি॥
স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু, বিশ্ব তেজোময়।
অসীম অবোধে, বোধেতে নিশ্চয়॥
প্রাণীমধ্যে শ্রেষ্ঠমানি, মানব প্রকৃতি।
প্রকাশিতে তব গুণ, দিয়াছো সুমতি॥
কি আশ্চর্য্য? করেছো হে! মানবের কল।
তাহাতে দিয়াছো তুমি, কত বুদ্ধি বল॥
বাহুবল দিয়াছো হে! এই বলে বলি।
বুদ্ধির কৌশলে লোকে, করেছে সকলি॥
কার্য্য জন্য বুদ্ধি হয়, হস্ত দিয়া করি।
বুদ্ধি হস্ত না থাকিলে, কিছু নাহি পারি॥

ঈশ্বরের কল এই, ঈশ্বরের কল।
এ কলে করিতে পারে, নানাবিধ কল ॥
যে করে যে কল তার, হয় সে *ঈশ্বর।
সে হয় ধরণী মধ্যে, অতি গুণাকর ॥
তার নাম ঘোষে এই, অবনীমণ্ডলে।
মঙ্গলদায়ক দেখ, ইংরাজের কলে ॥
উদয় হতেছে কত, ইংরাজের ঘটে।
কতই করেছে কল, কত লোক খাটে ॥
এক এক কলে দেখ, কত লোক আছে।
বেতন পাইয়া সবে, খায়, পরে, বাঁচে ॥
রুষিয়া প্রুসিয়া আর, বিশেষ বিশেষ।
জর্ম্মান চীনের দেশ, আর নানা দেশ ॥
উচ্চ দেশে উচ্চ লোক, যে কল করেছে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া সব, ইংরাজে এনেছে ॥
কহিব কলের কথা, ইহার পশ্চাতে।
উদয় হইবে যাহা, অজ্ঞান মনেতে ॥
বাঙ্গালীর কল কিছু, করিব বর্ণন।
অজ্ঞানের কাণ্ড এটা; দিও এতে মনঃ ॥
কোথা গো! মা! ভিক্টোরিয়া তুমি রাজ্যেশ্বরী।
তব রাজ্য মধ্যে মা গো! আমি বাস করি ॥
মাতঃ! রাজকন্যা তুমি, হও মহারাণী।
বর্ণিতে তোমার গুণ, কিছু নাহি জানি ॥
বিলাতে বিলাসবতী, শুনেছি শ্রবণে।
কভু, পদ-ছায়া তব, হেরিনে নয়নে ॥

* [ঈশ্বর] এই শব্দটী এই জন্য ব্যবহার হইয়াছে যে, কৃত্রিম পদার্থ যাঁহারা সৃষ্টি করেন তাঁহারা সেই পদার্থের ঈশ্বর কর্ত্তা হইয়া থাকেন। যথা, জাহাজ, নৌকা, কুম্ভ, ইত্যাদি।

মহিমা অপার রাজ্য, মহিমা অপার।
এরাজ্যেতে রাজ্যেশ্বরী, তুমি গো ! মা ! সার ॥
তব, আজ্ঞা ক্রমে চলি, তব নাম স্মরি।
তব রাজ্য মধ্যে মাতঃ ! আপনি ঈশ্বরী ! ॥
দেবতা-আরাধি কিছু, না পাই দর্শন।
তেমতি তোমার নাম, করি অনুক্ষণ ॥
শশি-সম শোভে কান্তি, গগন লণ্ডনে।
জলধি হইয়ে পার, হেরিব কেমনে ॥
নির্ম্মল আলোক মাতঃ ! তব গুণ রাশি।
নির্ভয়েতে করি বাস, আনন্দেতে ভাসি ॥
প্রণালী পবিত্র রাজ্য, অতি সুবিচার।
ত্বদীয় রাজত্বে থাকি, ভয় নাহি আর ॥
বগীর উৎপাত ছিল, নবাবী আমলে।
এক্ষণেতে তারা বুঝি, গিয়াছে সমূলে ॥
কৈই, গো মা ! কোথা ? তারা, দেখিতে না পাই।
রাজত্ব প্রণালী হেরে, বলি হারি যাই ॥
কামান বন্দুক আর গোলা-গুলি হেরি।
পলায়ে-সেসব তারা, দেশ পরি হরি ॥
কতদুঃখ পেয়েছেন, পিতৃ পুরুষেরা।
ছিলেন স্ব-দেশে মা গো ! হইয়া ন-চারা ॥
শাসন ছিল না কিছু, নবাব আমলে।
প্রজার সর্ব্বস্ব মগে, লইত সবলে ॥
সে সব দুর্গতি নাই, গিয়াছে দুর্গতি।
উত্তম ত্বদীয় রাজ্যে, স্থির আছে মতি ॥
অতি মনোরম, তব, রাজ্যের প্রণালী।
সাধ্য কিছু নাই মা গো ! এক মুখে বলি ॥

মনে, যদি আসে কিছু, বর্ণবোধ নাই।
তাহাতে সম্পূর্ণরূপে, লিখিতে ডরাই॥
বর্ণের লালিত্যে কিবা, আছে পদ্য গদ্য।
শব্দের প্রবন্ধ হেরে, হয়ে থাকি স্তব্ধ॥
পাঠকেরা পাঠ করি, কতই হাসিবে।
অবোধের দোষাদোষ অবশ্য তোষিবে॥
বিদ্যা-পতি-পদবীতে, কত প্রজাগণ।
রসনায় আছে যেন, দৈবের কথন॥
তোমার প্রসাদে মাতঃ! কত বিদ্যালয়।
সংখ্যা নাহি হয় দিতে নারি পরিচয়॥
বিদ্যালয়ে পাঠ করে, হইল পণ্ডিত।
বিদ্যা শিক্ষা করি সবে, হয় সুচরিত॥
এক্ষণে, এদেশে মা! গো! ঘুচেছে দুর্দশা।
আরো কত ভাল হবে, করি গো! ভরসা॥
দাতব্য ঔষধালয়ে, বিতরে ঔষধি।
গরিব কাঙ্গাল বহু, মুক্ত হয় ব্যাধি॥
রাজদ্রোহী রক্ষা হয়, প্রজার কারণে।
মিলেটরি রাখিয়াছো, অতি সযতনে॥
সিবিল সুশীল আছে, বিচারে পণ্ডিত।
বিবাদ ভঞ্জন করে, তায় হয় হিত॥
কোষাগারে ধনাধ্যক্ষ, বেঙ্গল ব্যাঙ্কর।
প্রজার উধার* পায়, হয় উপকার॥
বিনা বোধে টাকা পায়, সম্ভ্রান্ত লোকেতে।
রাজত্ব কর গো! মাতঃ! থাক এজগতে॥

---

* উধার ধার, কিম্বা কর্জ্জ।

নানা মত দেখিলাম, ত্বদীয় রাজ্যেতে।
কল বলে কত হয়, এখানে বিলাতে ॥
রাজার সুখেতে হয়, অরণ্যেতে বাস।
তুমি রাজা থাক গো! মা! সদা অভিলাষ ॥

ইংরাজ-গুণ-বর্ণন।

প্রথম প্রস্তাব।

পয়ার।
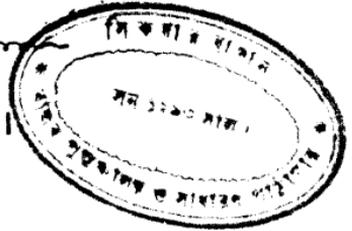
ইংরাজের গুণ যত, না হয় বর্ণন।
ক্ষুদ্রমুখে কিছু বলি, করহ শ্রবণ॥
যত লোক আছে এই, ধরণী-মণ্ডলে।
গুণ হেরে ইচ্ছা হয়, যাই পদতলে॥
মানব জনম সবে, জন্মিয়াছ ভাই।
ইংরাজের বুদ্ধি বিদ্যা, বলিহারি যাই॥
জলধি-তরঙ্গ-মালা, অতি ভয়ঙ্কর।
দৃষ্টি-মাত্রে অঙ্গ সব, কাঁপে থর থর॥
ভয়ানক জন্তু কত, জলের ভিতর।
হাঙ্গর, কুম্ভীর, আর, বৃহৎ মকর;
বড় বড় মৎস্য সব, ভাসিয়া বেড়ায়।
বারণ সন্তার দিলে, এক গ্রাসে খায়॥
সমুদ্র-মধ্যে না হয়, দিক্ নিরূপণ।
দিকের নির্ণয় হেতু, কম্পাস্ সৃজন॥

কম্পাস্ লইল তুলি, জাহাজ ভিতরে।
বায়ু-বেগে জাহাজ, আইল পালিভরে ॥
আইল অর্ণব যানে, ডুবিয়া ডুবিয়া।
যুদ্ধে জিনি রাজ্যানিল, নবাব্ মারিয়া ॥
নবাবের সৈন্যগণ, ভয়ে পলাইল।
সাহেবেরা ক্রমে ক্রমে, দখল করিল ॥
ইংরাজ বিরাজ করে, রাজত্ব লইয়া।
স্থানে স্থানে দিল সব, জেলা বসাইয়া ॥
বসাইয়া দিল সব, জজ, মাজিষ্টর।
গ্রহণ করিতে কর, বসে কালেক্টর ॥
আইন দেখিয়া তারা, সব কর্ম্ম করে।
কার সাধ্য? আছে তাহা, রদ করিবারে?
দোর-দণ্ড প্রচণ্ড, হুকুম ভয়ঙ্কর।
শাসিল যতেক রাজ্য, অবনী-ভিতর ॥
ক্রমে ক্রমে বসে গেল, আদালত কত।
ছোট বড় এক দরে, বিচার সঙ্গত ॥
চুরী ডাকাইতি বন্দ, করে মাজিষ্টর।
রজনীতে চৌকিদার, ফিরে ঘর ঘর ॥
সৈনাধ্যক্ষ সৈন্যগণ, অতি চমৎকার!
তোপ অস্ত্র পোষাকাদি, অতি ভয়ঙ্কার ॥
রাজত্ব লইয়া মাঠে, দুর্গ বানাইল।
কিবা মনোহর হর্ম্ম্য, তাহে বিরচিল ॥
সেলাখানায় অস্ত্রাদি, বাহিরে কামান।
গোলা গুলি দেখে ভয়ে, বাঁচেনাতো প্রাণ?

লাল রাস্তা চতুর্দিকে, শোভিত বাগান।
ইন্দ্রের অমরাপুরী, তুল্য হয় জ্ঞান ॥
সুন্দর সুঠাম দেখ !, কেল্লার গঠন।
আঁখি ফিরাইতে নারি, হেরে সে চিকণ ॥
প্রহরী পাহারা দেয়, থানায় থানায়।
অরিভাবে সে দুর্গেতে, কার সাধ্য যায় ?
কতই সুন্দর রাস্তা, আছে দুর্গ-মাঠে,
কত শত গাড়ি ঘোড়া, প্রাতঃ সন্ধ্যা ছোটে।
যুড়ি, ফেটিন, সাশেবেল, কম্পাস্ প্রভৃতি,
সুন্দর গঠন দেখে, স্থির হয় মতি ॥
দর্পণের মত তাহে, মুখ দেখা যায়।
বর্ণিবারে নাহি পারি, মরি! হায়হায় !
অগণন অসংখ্যক, চলে সারি-সারি ;
সুন্দর সাহেব বিবি, রূপের মাধুরি !
সোয়ার হইয়া তায়, মনের আনন্দে।
উভয়ে প্রণয় যেন, রাধিকা গোবিন্দে ॥
সুন্দর সুসাজ দেখ ! অশ্বের অঙ্গেতে।
রূপালি সোনালি গিল্টী, শোভিছে তাহাতে :
সেই মত সাজ সাজি, শ্রেণীবদ্ধে যায়।
নয়ন ভুলিয়া গেল, হায় !—হায় !—হায় ॥
সুন্দর উদ্যান আছে, ভাগীরথীতীরে।
গাড়ি হতে কেহ কেহ, নামে ধীরে ধীরে ;
উপবন-মধ্যে যায়, মন্দ-মন্দ-গতি,
ভূতলে উদয় যেন, কাম আর রতি ॥

বিবির অঙ্গেতে গাউন, টুপি মাত্র সার,
টুপি মধ্যে শোভে ফুল, অতি চমৎকার।
বাহার দিতেছে অলঙ্কার, ঝক্ মারে।
হেরি দেব-কন্যা-সম, বেড়ায় ঘুরে ফিরে॥
বাগানের ফুল কত, ফুটিয়া রয়েছে।
গৌরব করিয়া তার, সৌরভ লতেছে॥
মেকেসর্ এসেন্স্, আতর, গন্ধ-দ্রব্য।
সকলে মাখিয়া অঙ্গে, করে কত কাব্য॥
মাখিয়াছে গন্ধ দ্রব্য, রুমাল-বসনে।
আমোদ করিছে গন্ধে, কুসুম কাননে॥
কোন দিন, সন্ধ্যাকালে, ইংরাজি বাজ্নায়।
নানা বিধ বাদ্য বাজে, মরি হায়! হায়!
কর্ণ! তুমি এতদিন, কি-শুনেছ বল?
বাদ্য-ধ্বনি শুনে তোর, শ্রবণ যুড়াল॥
চক্ষুঃ! তুমি এই বাদ্য, দেখেছো কখন?
একদৃষ্টে চেয়ে থাক, মুদ না নয়ন॥
সোণার বরণ-দেখ! যন্ত্রগুলি সব।
বাজিলে বিবিধ বাদ্য, উঠে বৈসে শব॥
মন যদি ভুলে রইলি, কখন্ যাবি ঘরে?
থাক, থাক, বেঁচে থাক, দেখ! পরে পরে॥
মন বলে মহাশয়! আমি তো যাব না;
যতক্ষণ বাজিবেক, ইংরাজি বাজনা।
ঐদিকেতে দেখ দেখি! ইংরাজ টোলাটি।
ধপ্ ধপ্ করে কত, বালাখানা বাটী॥

দ্বিতলা, ত্রিতলা আর, চারিতলা কত;
শ্রেণীবন্ধে বসায়েছে, দেখ ! কত শত ॥
বাটীর ভিতর কিবা, ফুলের বাগান।
হেরিলে হরিষ চিত, যুড়ায় পরাণ ॥
মল্লিকা গোলাপ আদি, পুষ্প রাশি রাশি।
চল, যাই সে উদ্যানে,—আনন্দেতে ভাসি ॥
মধু-কর মধু-গন্ধে, গুণ গুণ করে ;
যে যায় উদ্যান মধ্যে, তার মন হরে ॥
বাটীর মধ্যেতে আছে, কতই সৌরভ !
দেবের দুর্লভ তাহা, দেবের দুর্লভ ॥
সুললিত পেনাপোর্ট, হর্ম্ম্যোপরি বাজে।
মধুর-মধুর-বাদ্য, বাজে মাঝে মাঝে ॥
বাজিছে বিবিধ-বাদ্য, অতি মনোহর।
মিউজিকেল্ বাদ্যবাজে, প্রতি ঘর ঘর ॥
হার্ম্মণিয়ম্ বাজে কিবা, অতি সুবাজনা।
শ্রবণ যুড়ায়ে গেল, মন-তো ফিরে না ॥
মন বলে, এই স্থানে, থাকি দিবা নিশি।
গান, বাদ্য, শুনি আর, শুনি কত বাঁশি ॥
দ্বিতলা, ত্রিতলোপরি, বিবি গান করে।
দুরন্ত বসন্তে যেন, কোকিল ঝঙ্কারে ॥
স্বর্গের নর্ত্তকী যেন, নাচিয়া বেড়ায়।
কতই বর্ণিব আমি, মরি হায় ! হায় !
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিবা, বাটী ঘর।
সকলে ভুলিয়া যায়, ভুলে মনোহর ॥

ঘরের মধ্যেতে দেখ, আছে সপ আঁটা।
ফিতাতে বাঁন্ধিয়া তাহে, মেরে দেছে কাঁটা॥
কেহ কেহ পাতিয়াছে, গালিচা তুলিয়া।
ফুল যেন ফুটিয়াছে, চেয়ে দেখ বাছা?
মার্ব্বেল, টেবিল, আর, কাষ্ঠের নির্ম্মিত।
কোউচ্, কেদারা, ঘরে; আছে মনোমত॥
সাটিং ফুল্দার রেশ্মি, কোউচেতে মোড়া।
যত্নেতে রেখেছে সব, ঘেরাটোপে বেড়া॥
ইস্প্রিং দমের গদি, সুন্দর সুঠাম।
কেদারা কোউচে, বৈসে পুরে মনস্কাম॥
নানাবিধ বাদ্যোদ্যম, ঘরের ভিতরে।
ভাব লাভ পুত্তুলিকা, দেখে মনোহরে॥
টেবিল পায়াতে কত, কাষ্ঠের পুতুল।
দেখিতে সুন্দর-অতি, নাহি তার তুল॥
কাষ্ঠের গঠন কিবা, কাষ্ঠের গঠন।
গঠেছে কেমন উহা, হরে লয় মন॥
ঘরের মধ্যেতে দেখ! ক্লক্ বাজিতেছে।
সময় নির্ণয় হেতু, আনিয়া রেখেছে॥
সার্ষির মধ্যেতে আছে; কত রং দার।
চক্ষুঃ যুড়াইয়া যায়, কতই বাহার॥
সবুজ, ধূসর, পীত, আস্মানি জরদ।
কিবা লাল, কাল বর্ণ, ভাবে গদগদ॥
একে একে দৃষ্টিপাত, কর—বিচক্ষণ!
সবুজ রঙ্গেতে যেন, জলদ বরণ॥

মেঘেতে ঢেকেছে যেন, রবির কিরণ।
পলকে প্রলয় দেখে, যুগল নয়ন ॥
জরদ-রঙ্গেতে যদি, ফিরাও নয়ন ;
ঐ দেখ—রে ? দেখ—রে ? ঠিক্-পীত বরণ ॥
নীল রঙ্গে নীল দেখ ? লালরঙ্গে লাল।
বাহিরেতে ঝকে যেন, হীরক প্রবাল ॥
ক্রমে ক্রমে চক্ষু দিয়া, দেখ দেখি মন।
হীরকে রচিত যেন, ঘেরেছে কাঞ্চন ॥
আহা ! মরি? আহা! মরি? কি শোভা শোভিছে?
কেমনে কি রূপে বল, উহারা করেছে ॥
গুণের সাগর রাজা, ইংরাজ হয়েছে ;
কখন দেখিনি যাহা, তাহাই রচিছে ॥
ঘরের মধ্যেতে কিবা, পাখার বাহার।
নানাবিধ বসনের, ঝুলিছে ঝালার ॥
পাখার গঠন কিবা, পাখার গঠন।
স্থির হয়ে চক্ষু থাকে, ভুলে যায় মন ॥
সোণালীর গিল্টি তাহে, শোভে সুশোভন।
ইংরাজে গঠেছে তাহা, অতিশ্বিরচন ॥
ঝাড়্ লান্ঠান্ আর, দিয়াল্গিরি কত।
যে খানে যা,-সাজিয়াছে, দিচ্ছে মনোমত ॥
ঝাড়ের ফানুস্ কিবা, ঝাড়ের ফানুস্।
জ্বালায়ে গ্যাসের আলো, পুরায় মানস্ ॥
রয়েছে পটেতে লেখা, কি—চিত্র, বিচিত্র !
ঠিক্ যেন—চেয়ে আছে, হরে লয় চিত্ত ॥

চিত্রের পুতুল কিবা, চিত্রের পুতুল।
হরিল হরিল মন, করিল ব্যাকুল॥
কাষ্ঠের ফেরেম তাতে, সোণার গিল্টি।
দেয়ালে ঝুলিছে সব, অতি পরিপাটি॥
এই মত গিল্টি করা, দর্পণের ফ্রেম।
সাহেব বিবিতে নাচে, বাড়াইয়া প্রেম॥
যুগল মিলিয়ে নৃত্য, করে বহুতর।
উভয়ে উভয়ে দেখে, দর্পণ ভিতর॥
দরজায় লাল পর্দা, বাতাসে উড়িছে
দেখ—রে, দেখ--রে কত, বাহার হয়েছে॥
আর এক ঘরে দেখ, কতই পুস্তক।
যতনে রেখেছে সব, মিটাইয়া সক॥
পুস্তক গঠন কিবা, পুস্তক গঠন।
পুস্তক পৃষ্ঠেতে গিল্টি, সোণার বরণ॥
সারি সারি ঠাস্ করে, কতই রেখেছে।
সার্ষীর আলমায়র্ মধ্যে, কিশোভা শোভিছে॥
পেপার, ওয়েট্, প্রেস, রুল, কাঁটা, ছুরি;
দ্রব্য অতি মনোরম, মূল্য ভারি ভারি॥
কাগজ কলম কিবা, টেবিল্ উপর।
কলমের শোভা দেখ, রাজহংসোপর॥
লেটার-পেপার, আর, জল পেপার কত—
মস্তাধার ওয়েফার, ব্লটিং মনোমত॥
এন-ভেলাপ্ আল্পিন্, লাল ফিতাগুলি।
টেবিল-মধ্যেতে সব, রাখিয়াছে তুলি॥

লেড্ পেন্‌সিল্ আর, ইস্‌টিল্ পেন্ ভাল।
দেখিতে সুন্দর সব, বরণ উজ্বল॥
লাল-সুতা রাখে কত, কাগজ বাঁধিতে।
প্রয়োজন দ্রব্যগুলি, রাখে বিধি মতে॥
নানা-কশ্ তুলিয়াছে, কালীর কারণ।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখে হরে মন॥
মনের বাসনা হয়, মনের বাসনা।
লিখন পঠন করে, কেমন দেখনা ?
গোছলের খানা আর, কমট কুঠারি।
পরিষ্কার রাখিয়াছে আ-মরি আ-মরি !
রজক বেহারা আর, ম্যাথর চাকর।
দৃষ্টকরে দেখ প্রায়, আছে ঘর ঘর॥
পরিষ্কার করে ব্যারা, সকাল বৈকাল।
ঝাড়িছে সকল দ্রব্য, ফেলিছে জঞ্জাল॥
হর্‌করা বসিয়াছে, পরিয়া পোসাক্।
দেখিয়া শুনিয়া বড়, মন হয় ফাঁক্॥
সহসা সকল লোক, যেতে নাহি পারে।
হর্‌করা বসিয়াছে, সিঁড়ির উপরে॥
ঘরের মধ্যেতে দেখ, আহারের ঘর।
মেজের উপরে পাতা, উত্তম চাদর॥
আহা ! ধপ্ ধপ্ করিতেছে, যেন দুগ্ধ ফেণা।
চেয়ারে বসিয়া সবে, খায় নানা খানা॥
সন্তান, সন্ততি থাকে, সাহেবের যদি।
বেহারা, আয়াতে মিলে, পালে নিরবধি॥

বাবুর্‌জি-খানায় থাকে, যত সূপকর।
প্রয়োজন মতে যায়, সাহেব গোচর॥
পোষাক পাগড়ি অঙ্গে, ধপ্, ধপ্, করে।
খানার বাসন দেয়, টেবিল উপরে॥
ছোরা, ছুরি, চিম্‌টে, কাঁটা, রূপা করা গিল্টি।
পেলেট্, চাম্‌চা, সব, অতি পরিপাটি॥
কাঁচের বাসন সব, সুন্দর গেলাস।
সময় নির্ণয় করে, খায় বার মাস॥
বাটীর ভিতর রাস্তা, পার্শ্বে দুর্ব্বাদল।
হেরিলে মোহিত মন, কিবা সুবিমল॥
রুল দেওয়া কিবা পথ, অতি মনোহর।
সদা ইচ্ছা হয় যাই, উহার উপর॥
এক পার্শ্বে আছে তার, অশ্ব আস্তাবল।
অশ্বগুলি আছে তাহে, উত্তম বিমল॥
জিন্ সওয়ারির আর, যুড়ির মিলন।
লাল, কালা, নানাবর্ণে, আছে অশ্বগণ॥
দেখিতে সুন্দর অতি শীতল সুশান্ত।
মহা তেজস্কর ঘোড়া, বল-বীর্য্যবন্ত॥
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেই আস্তাবল।
সহিসেতে সাপ করে, নাহি থাকে মল॥
অশ্বের রক্ষক সেথা, থাকে অহর্নিশি।
লালন পালন কয়ে— দেখ! বার মাসি॥
স্বয়ং সাহেব তথায়, তদারক্ করে।
চাবুক মারিয়া ফেলে, কিঞ্চিৎ কসুরে॥

শাসন দমন কিবা, শাসন-দমন।
খাড়া হয়ে থাকে যেন, শিয়রে শমন॥
চেরেট, কম্পাস্ বগি, ফিটন্, রংদার।
রক্ষকেরা ধুয়ে পুঁছে, করিছে বাহার॥
যুগল-লাল্‌টন্ শোভে, প্রত্যেক গাড়িতে।
উজ্বল কিরণ তার, না ধরে চক্ষেতে॥
দর্জি চাকর প্রায়, আছে সর্ব্বক্ষণ।
কাপড় সেলাই তারা, করে অণুক্ষণ॥
গাউন্, জ্যাকেট্ আর, পেন্‌ট্‌লাস্ কত।
সেলাই করিয়া লয়, সবে মনোমত॥
রজক ধোলাই করে, প্রত্যহ ইস্তিরি।
সুন্দর শোভিছে অঙ্গে, আ-মরি! আ-মরি!
গন্ধীয় কতই দ্রব্য, ফুলের আঘ্রাণ।
নাসিকা ভরিয়া গেল, যুড়াইল প্রাণ॥
থাকেন উত্তম বেশে, উত্তম আবাসে।
জগদীশ ইঁহাদের, বড় ভাল বাসে॥
রাস্তার বর্ণন কত, রাস্তার বর্ণন।
রাজপথ হেরি সব, ভুলে যায় মন॥
বৃষ্টিতে কর্দ্দম নাহি, হয় কদাচন।
গাড়ি, ঘোড়া, চড়িতেছে, নাহি নিবারণ॥
কোথায় ইষ্টক রাস্তা, কোথায় প্রস্তর।
চূর্ণ করা দেখ! গিয়া, রাস্তার উপর॥
কর্দ্দমেতে জুতা সব, আদ্র নাহি হয়।
হয়েছে সুখের রাস্তা, ইংরাজের জয়॥

পরিশ্রম করে কত, নাহি তার সীমা।
অপরের সঙ্গে কেহ, দিওনা উপমা॥
শ্রম করি করে তারা, ধন উপার্জ্জন।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে, শান্ত থাকে মন॥
অর্থের কারণ, তারা, ভ্রমে বিধি মতে।
ইংরাজের তুল্য কেহ, নাহি এজগতে॥

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ঘড়ির গুণ বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কাটিতে পৃথ্বীর বন, ঈশ্বরের আকিঞ্চন,
করিলেন মানব সৃজন।
দিয়াছেন কর-দ্বয়, আর্ তাতে বুদ্ধি চয়,
জানে যদি পদার্থ রতন॥
বাহু-বল মহা-বল, নগর করি সকল,
নতুবা কিছুই হইত না।
দুই হস্তে অস্ত্র ধরি, কত বন ছেদ করি,
বাটী ঘর করিছে দেখ না॥
নয়নে চৌরষ হয়, দিয়াছেন পদ-দ্বয়,
যেখানে সেখানে চলি যাই।

দিয়াছেন এ দেহেতে, শ্রবণ হয় শ্রবণেতে,
নাসিকাতে সব গন্ধ পাই॥
আস্য দিয়াছেন তিনি, তাঁরে ধন্য, ধন্য মানি,
চিনিয়া পদার্থ খেয়ে বাঁচি।
উদ্ভিদ্ পদার্থ ময়, করেছেন ইচ্ছাময়,
তোল খাও যার যাহা রুচি॥
ঈশ্বরের ভূমণ্ডলে, মানবেরা না থাকিলে,
তাঁর গুণ হতো না বর্ণন।
হইত হে বনময়, ছুঁত না পদার্থ চয়,
কে করিত তার অন্বেষণ ?
জানিবারে সার তত্ত্ব, করেছেন পরম-তত্ত্ব,
অবনীতে মনুষ্যের সৃষ্টি।
পদার্থের সার তত্ত্ব, জানিতে ইংরাজ মত্ত,
ঈশ্বর করেন তায় দৃষ্টি॥
একা থাকে, এক স্থানে, মন দেয় দ্রব্যগুণে ;
অনিবার ভাবে মনে মনে।
পর্ব্বত ক্ষীরদে যায়, কারেও না করে ভয়,
খুঁজে খুঁজে সব দ্রব্য আনে॥
চিন্তায় সদা আকুল, অন্বেষণ করে স্থূল,
বস্তু তত্ত্বে তাঁর তত্ত্ব হয়।
সার রূপে এ জগতে, রয়েছেন বিধি-মতে,
জ্ঞান, মন, আত্মা দয়াময়॥
ইংরাজে যা চিন্তা করে, প্রায় তো করিতে পারে, ?
হলে ঠিক্ করে তারা, ব্যক্ত।

দেখ না কলের সৃষ্টি, ঘড়িতে করহ দৃষ্টি,
জ্ঞান হয় ঈশ্বরের কৃত॥
ক্লক্, ওয়াচ্, আদি কত, করেছে তো বিধি-মত,
কল দেখে মন ভুলে যায়।
ওয়াচে কি সূক্ষ্ম কাজ, উহাতে রহেছে সাজ,
দেখ দেখি কত মূল্যময়॥
পালিশ্ কি সুচিকণ, কার বা না হরে মন?
তায় ঝুলে সোণার চেয়ান।
যে, করেছে এই কল, তার বড় বুদ্ধি বল,
হয় নাই তাহার মরণ॥
হয় এই যার বৃত্তি, রেখেছে কেমন কীর্ত্তি,
অজরা, অমরা তারে গণী।
হতেছে তাঁহার নাম, ঘড়ি দেখে অবিশ্রাম,
সেই ধন্য, এ জগতে মানী॥
দম্ দিলে, কল্ ফিরে, টুক্ টুক্ শব্দ করে,
ঠিক্ যেন মানবের কল।
কতই সোণার ঘড়ি, আছে অনেকের বাড়ি,
দেখিলে ধরে না চক্ষে জল॥
হায়! বিধি! কি নির্জনে, গঠেছিলে সেই জনে,
যে করেছে ব্যাপার সকল?
দ্রব্য মূল্য অতি কম, গঠেছে যা মনোরম,
কতই পেতেছে মূল্য ফল॥
ক্লকের কার্খানা, কিছুই না যায় জানা,
কেমন করিয়া ঘণ্টা বাজে।

মিনিট্ সেকেণ্ড্ বাজে, কোয়াটর্ মাঝে মাঝে,
জ্ঞান হয় ঈশ্বর বিরাজে ॥
কিছুই প্রভেদ নাই ; বাজে, বলিহারি ! যাই ;
নয়টায় ছয়টা বাজে না।
বার-টা বাজিলে পরে, পুনরায় আসে ঘুরে,
কি আশ্চর্য্য, দেখ-না দেখ না ?
মিউজিকেল্ বাজে ঐ, দেখিয়া অবাক্ হই,
কোয়াটারে শুনি তার ধ্বনি।
এক চাবি দুই ফেরে, ঘড়ি আছে যার ঘরে,
সে হয় জগতে বড় মানী ॥
ঢাকিয়া ফোলোর কেশ্, ঘড়ি রাখে বেশ-বেশ,
ইংরাজের সপেতে দেখ না।
সোণার বরণ কত, আছে ঘড়ি নানা মত,
টাকা দিয়ে কেন-না কেন-না ?
আমাদের তাঁবি ঘড়ি, ছিল আচার্য্যের বাড়ি,
শুন কিছু তার গুণ বলি।
বিবাহের লগ্ন-কালে, হাঁড়ির ভিতর জলে,
ছিদ্র বাটী তায় দিত ফেলি ॥
বাটির ভিতর দাগ, আচার্য্যের অনুরাগ,
হেঁট হয়ে দেখিতেছে সদা।
দাগে দাগে উঠে জল, তায় দেখে দণ্ড, পল,
বাটির মধ্যেতে আছে ছেঁদা ॥
সন্ধি-পূজা নিরূপণে, রাখিতো অতি-যতনে,
এক-পার্শ্বে পূজার দালানে।

আর এক ছিল ঘড়ি, সেও বড় বাড়াবাড়ি,
লিখিলাম যাহা হলো মনে ॥
কাঁচের ডম্বুরাকৃতি, বালি তার হয় গতি,
বালু ঘড়ি ছিল নাম তার।
তায়, পূরি শুষ্ক বালি, রাখিতো তাকেতে তুলি,
সে ঘড়ির বালি ছিল সার ॥
মধ্যে, ছিদ্র ছিল তার, বালি দিতো এক ধার,
আর ধারে পড়িতো ঝরিয়া।
অবোধ ছিল না তারা, করেছিল এক ধারা,
মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
দণ্ড, পল, ছিল তায়, সময় হতো নির্ণয়,
সেই ঘড়ি রাখিতো যতনে।
গেছে সব সে দুর্গতি, রাখেন ওয়াচ্ পাতি,
সুখ হলো ইংরাজ কল্যাণে ॥

—o⊂⊃o—

তৃতীয় প্রস্তাব।

পাথুরিয়া কয়লা ও গ্যাস লাইট্ বর্ণন।

পয়ার।

পরম পুরুষ ওহে! ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
তব, কৃপা-বিনা প্রভু, নাহি কিছু গতি ॥

ভবদীয় নাম যেই, জপে অনিবার।
ত্রিলোকের মধ্যে কিছু, ভয় নাহি তার॥
তন্নাম লইতে মুখে, আসে-না, আসে-না;
সদাই ভাবিছে মনঃ, অনিত্য—ভাবনা!
পাপে, পরি পূর্ণ; নাম, লইতে-না-পারি।
কোথায় যাইব শেষে? ভব-পরিহরি॥
এখন, আনন্দ বড়, পরি-বার—সহ।
শেষ দিনে মম সঙ্গে, যাবে-না হে! কেহ?
আত্ম, বন্ধু থাকে যদি, হবো, ভস্ম-রাশি।
নতুবা ফেলিয়া দিবে, যত প্রতি-বাসী॥
শৃগাল, কুকুর, আর, গৃধ্রূক্, শুকনি,
খাইবে মনের সুখে, করে টানা-টানি॥
অতএব, দম্ভ ছাড়, ছাড় অহঙ্কার,
সর্ব্বদা, করো না মনঃ, আমার, আমার॥
সাধারণ উপকার, কঁর, যাতে হয়।
ধরণী-মণ্ডলে তব, নাম যায় রয়॥
কল কীর্ত্তি বড় কীর্ত্তি, নহে সাধারণ।
প্রাণ পনে যদি পার, করিতে সৃজন॥
ভাব, ভাব, ওরে! মনঃ! নির্জ্জনে বসিয়া।
অনিত্য বেড়াও কেন? হাসিয়া খেলিয়া?
এখনো অনেক আছে, অবনী ভিতর।
ছোট, বড়, যাহা পার, কর কল-সার॥
আনন্দে ভাসিবে আর, ধন-লাভ হবে।
কীর্ত্তি স্বরূপ তব, কৃত কল ভবে রবে॥

ইংরাজে করিছে কল, করিয়া কৌশল।
অনেকেতে পারদর্শী, মহাতেজঃ—বল॥
গ্যাস হতে আলো হয়, কেবা, জেনে ছিল—
কিরূপে উহারা তাহা, বাহির করিল?
ধন্য, ধন্য, ইংরাজের, বুদ্ধি, গুণচয়।
সহরে গ্যাসের আলো, হইল উদয়॥
পাথুরে কয়লায় কত, ধরিলেক টাকা।
আমাদের ভ্যাকা বুদ্ধি, হয়ে আছি বোকা॥
পাথুরে কয়লা নাম, ছিল না এদেশে,
বাহির করিয়া নিল, তল্লাসে, তল্লাসে॥
নৌকায় ক্রমেতে তুলি, আনিতে লাগিল।
ইংরাজের প্রয়োজন, কলেতে জ্বালিল॥
কলচলে পাথুরে, কয়লাতে এই জানি।
সারত্ব বুঝিয়া লইল, গ্যাস কোম্পানি॥
আলোকের গ্যাস ছিল, কয়লা ভিতর।
বাহির করিল ওরা, অতি বুদ্ধি ধর॥
বুদ্ধির চালনা কিবা, বুদ্ধির চালনা।
স্থির হয়ে দেখে সবে, না হয় অন্যমনা!
উঁহারা জেনেছে কিছু পদার্থের গুণ।
পারদর্শী সর্ব্ব কর্ম্মে, উত্তম নিপুন॥
মাটির ভিতরে গ্যাস, কয়লা আধারে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা, কার সাধ্য ধরে?
বুদ্ধে বৃহস্পতি ওঁরা, বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ধরিল কয়লা গ্যাস, স্থির করে মতি॥

যত গ্যাস হয় এই, কয়লায় উৎপন্ন।
হিসাব করিয়া তারা, করে তন্ন তন্ন॥
যে খানে খরচ হয়, তখনি তা জানে।
হিসাব করিয়া সব, লিখিবে লিখনে॥
আলোর পাইপ যত, আছে ধণী ঘরে।
যদি জ্বালে বেশি আলো, তখনি তা ধরে॥
বলি হারি যাই মনঃ, হিসাব দেখিয়া।
কি রূপেতে করে তাহা, নাপাই ভাবিয়া॥
এক স্থানে কল যদি, কিছু মন্দ হয়।
তখনি ধরিয়া সারে, কহিনু নিশ্চয়॥
দশ পাই ছিল আগে, কয়্লার মন।
এখন হয়েছে তাহা; অমূল্য রতন॥
বাহির করিল গ্যাস, রহিল আঙ্গারি।
বাঙ্গালি লইতে যায়, সবে সারি সারি॥
অভাতে জ্বালানি কাঁষ্ঠ, কষ্ট হতো কত।
ছ-আনা মনের দাম, কেনে মনোমত॥
ময়রার ভেয়ান্ আর, রন্ধন কারণ।
আসিতেছে পল্লীগ্রামে, বিক্রী, অগণন॥
বাড়ি বাড়ি হইয়াছে, লোহার উনুন।
স্ত্রীলোকে রন্ধন করে, হয়ে এক মনঃ॥
ফু, পাড়া ঘুচিয়ে গেল, নাহিক অসুখ।
মনে মনে করে এই, কল্যানে থাকুক্॥
ভিজে কাষ্ঠে ধূয়া উঠে, যেতো চক্ষুঃ জ্বলে।
কাঁদিয়ে ভাসিত সব, নয়নের জলে॥

সব দুঃখ দূরে গেছে, সাহেব কল্যাণে।
আশীষ্ করহ সবে, থেকে এক মনে॥
শ্রী বৃদ্ধি হউক ক্রমে, ইংরাজ রাজার।
নূতন, নূতন, কত, দেখাইবে আর॥
এই রূপ স্ত্রীলোকেতে, করে কানা কানি।
ইংরাজের বল বুদ্ধি, ধন্য, ধন্য মানি॥
গ্যাস্ লাইটের্ আলো, করেছে সহরে।
বিমল আলোক সব, ধপ্ ধপ্ করে॥
লান্টান্ লোহার থামে, রাস্তার উপর।
দেয়াল উপরে আর, গলির ভিতর॥
উজ্বল গ্যাসের আলো, সারা রাতি জ্বলে।
সহরের লোক সবে, আনন্দেতে চলে॥
কত রঙ্গ চৌরঙ্গীতে, হয় সন্ধ্যা কালে।
নির্ম্মল গ্যাসের আলো, সব দেয় জ্বেলে॥
ঘরে বাহিরেতে গ্যাস, জ্বলে সারা নিশি।
দেখিয়া আলোক মালা, কে-না হয় খুসি?
দূর হতে দেখ দেখি? আলোর বাহার;
গ্যাসেতে আলোক ময়, সুচিকণ হার॥
উভয় আলোর জ্যোৎ, হয় গুণ রাশি।
গুণ দিয়া গাঁথ মালা, এক পার্শ্বে বসি॥
আলোকেতে ছিদ্র নাই, গাঁথিবো কেমনে?
ভাবিয়া চিন্তিয়া আলো, ফেলিল গগণে॥
কতক উঠিয়া বড়, নক্ষত্র হইল।
কতক সহরে থাকি, জ্বলিতে লাগিল॥

ত্রিতলার ছাতে উঠি, উভ—দৃষ্টি কর ।
কি আশ্চর্য্য ! করেছে, এই সহর ভিতর ॥
গুণের বর্ণনা কত, গুণের বর্ণনা ।
ইংরাজ বাঁচিয়া থাকুক্, পুরাবে বাসনা ॥

চতুর্থ প্রস্তাব ।

কলের কাগজ বর্ণন ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

তুমি, সত্য শোনাতন, হও, মঙ্গল কারণ,
সর্ব্বদা যে লয় তব নাম ।
তব নামে দুঃখ হরে, ভাসে, আনন্দ সাগরে,
পুরাও পুরাও মনস্কাম ॥
ইংরাজে করহ দৃষ্টি, তাই তো কলের সৃষ্টি,
উত্তম উত্তম তারা করে ।
সদাই থাকে নির্জ্জনে, কত ভাবে এক মনে,
ভাঙ্গে গড়ে খরচে না ডরে ॥
মনেতে ভাবিয়া কল, কাগজে লিখে সকল,
শেষে করে দ্রব্যেতে গঠন ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তারা, প্রায় করে এক ধারা,
ব্যর্থ নাহি হয় কদাচন ॥

কতই যে কল করে, আগুণ, জলের জোরে,
করে কত ধন উপার্জ্জন।
টাকা হয় যে প্রকারে, তাহাই উহারা করে,
বৃথা কার্য্যে দেয় না তো মনঃ ॥
বসিয়া না থাকে ওরা, কত বহি পড়ে তারা,
কখনই নিশ্চিন্ত থাকে না।
বসিয়া না থাকে ঘরে, সাধ্য মত চেষ্টাকরে,
অবহেলা ভুলেও করে না ॥
যে লোক, অলস করে, লক্ষ্মী নাই তার ঘরে,
অলসেতে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।
পদার্থ জানহ সব, কর সবে অনুভব,
লেখা, পড়ায়, বিশ্রাম না হয় ॥
কাগজ হতেছে কলে, হয় সব দ্রব্য বলে,
তুলা, শোন চাম্‌ড়াতে হয়।
ছেড়া বস্ত্র যদি পায়, কঁলে কাগজ মিসায়,
আর কত আছে দ্রব্য ময়।
কাগজ সুন্দর করে, সকলের মনে ধরে,
যা করে, তা অতি পরিষ্কার।
ধৌত করে শত বার, মলা নাহি রাখে তার,
যা হয়, তা অতি চমৎকার ॥
কাগজে জলে দাগ, দিয়ে করে অনুরাগ,
সুরাগে বিকায় এ সহরে।
যেখানে সাহেব যায়, সঙ্গেতে কাগজ লয়,
রিম, রিম; পেঁট্‌রাতে পূরে ॥

হয়েছে কত গৌরব, বিলাতি কাগজ সব,
দেখিলে তো আদর ধরে না।
আনিতেছে মনো-মত, লেটার পেপার কত,
মনঃ সাধে দেখ না দেখ না ?
ফুলিষকেপ রুন্দার, কি সুশ্রী জল লেটার ;
দেখিলেই মনঃ ভুলে যায়।
পার্চমেণ্ট চামড়ায়, কেমনে করেছে তায়,
জ্ঞান হয় কলেতেই হয় ॥
হতেছে কতই আর, বর্ণিতে না পারি তার,
বাজারেতে গিয়া সব দেখ ?
সুলভ কাগজ মূল্য, দেখি না উহার তুল্য,
মূল্য দিয়া কিনে আনি লেখ ?
ও কাগজ এখানেতে, ছিল না ইতি পূর্ব্বেতে,
ও সকল এনেছে সাহেবে।
চিক্ চিক্ কাগজাঙ্গে, লেখে তাহে কত রঙ্গে,
হলো কত, আর কত হবে ॥
যাহা আছে বাঙ্গালায়, তাহে নাহি লেখা যায়,
যাহা লেখে নাচার হইয়া।
ষোল ব্বকে, বার ব্বকে, দেখিতো সকল লিখে,
প্রায় কালী যায় চুপষিয়া ॥
ষোল ব্বকে মন্দ নয়, যাতে খাতা বান্ধা যায়,
তাই ছিল কাগজের সার।
ঢেঁকিতে কুটিয়া শোন, জলে ফেলে অনুক্ষণ,
বাড় দিয়া ছাঁকে অনিবার ॥

এখন, তাহাই আছে, দেখ ! কাগ্‌জির কাছে ;
কত ক্লেশ হয় কিবা তায়।
সুখাইত দিবাকরে, ঘুঁটিয়া কাগজো-পরে,
বিক্রয় করিয়া কিছু পায় ॥
কি আশ্চর্য্য ! মহাশয় ! ঘাসেতে কাগজ হয়,
জন্মা-বধি সুনিনে কখন।
কালে হলো কত, আর বা হইবে কত,
হোগ ! হোগ ; সাহেব কল্যাণে।

পঞ্চম প্রস্তাব।

টাকৃশাল-বর্ণন।

পয়ার।

নিত্য নিরঞ্জন ত্বংহি, নিত্য করি আশা।
জগতের মধ্যে ত্বংহি, সমূহ ভরসা ॥
ত্বংহি বিদ্যা, ত্বংহি, বুদ্ধি, ত্বংহি মম কায়া।
পুরুষ প্রকৃতি ত্বংহি, সৃষ্টি, তব মায়া ॥
সত্য, রজঃ, তমঃ, ত্বংহি, ত্রিগুণ-ধারণ—
বেদ—বিধি, তন্ত্র, মন্ত্র, ত্বংহি সে কারণ ॥
কি কল, সৃজিলে তুমি, মানবের সৃষ্টি—
রমণীয় করে কল, আছে তব দৃষ্টি ॥

তন্মধ্যে দেখিতে পাই, ইংরাজেরা শ্রেষ্ঠ।
কত কল করিলেক, এ জগতে রাষ্ট॥
কলের মহিমা কত, কলের মহিমা।
রাশি রাশি গুণ-ধরে, নাহি তার সীমা॥
কলের আকৃতি সব, বর্ণিতে না পারি।
ইংরাজের কত বুদ্ধি, আমরি! আমরি!
টাক্শাল রসের শাল, রসে রসময়।
রস কস নাহি কিছু, তবু রস কয়॥
রস নাই যার ঘরে, সেই লক্ষীছাড়া।
ফল হীন বৃক্ষ প্রায়, হয়ে থাকে খাড়া॥
আদর করে না লোকে, আদর করে না।
ঘরে পরে যদি যাই, কেহই মানে না॥
টাকা! তুমি কত মান্য, এ মহীমণ্ডলে।
অনেকে তোমার লাগি, ভাসে অশ্রুজলে॥
আদরের দ্রব্য তুমি, আদরের দ্রব্য।
তোমাকে লইয়া লোকে, করে কত কাব্য॥
জগতে তোমার এক, নাম আছে ফল।
তুমি যদি হাতে থাক, মিলে কত ফল॥
বাজারেতে কিনি ফল, তোমারে লইয়া।
পরিবার সহ খাই, আমোদ করিয়া॥
ক্রিয়া, কর্ম্ম ধর্ম্মচয়, হয় রে! সকল।
টাকা তুমি দিতে পার, চতুর্বর্গ ফল॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারি ফল।
তুমি যদি হস্তে থাক, মিলাই সকল॥

হাসি খেলি করি সবে, তোমার তেজেতে।
তোমার কারণে মুণ্ড, ঘুরে এ জগতে॥
সুখেব কারণ তুমি, সুখের কারণ।
তুমি না থাকিলে ঘরে, ঘর হয় বন॥
বালা খানা, রাস্তা-ঘাট, তোমার কল্যাণে।
তোমারে লইয়া কত, শস্য আনি কিনে॥
গাড়ি ঘোড়া চাপি ফিরি, তোমার দৌলাতে।
তোমার তুলনা কিছু, নাই এ জগতে॥
শস্য দিলে শস্য পাই, বদল সম্বন্ধ।
ছিল আগে বটে সেটা, অতিশয় মন্দ॥
বহন করিতে শস্য, ছিল কত ক্লেশ।
ভাগ্যে তুমি জন্মেছিলে, বেশ বেশ বেশ॥
মুলুকে মুলুকে যাই, তোরে লয়ে সঙ্গে।
নানা দ্রব্য কিনে আনি, মনোমত রঙ্গে॥
তোমারে লইয়া হয়, কত অলঙ্কার।
বাসনে বাসনা মিটে, করিয়া আহার॥
দাসত্ব স্বীকার করে, টাকার কারণ।
হীনত্ব হইয়া করে, ধন উপার্জ্জন॥
জঠর যন্ত্রণা কিবা, জঠর যন্ত্রণা।
ম্যাথরের কার্য্য করে, দেখ না, দেখ না॥
যার ঘরে টাকা আছে, সেই বড় লোক।
চুরী করি লয় যদি, হয় বড় শোক॥
গচ্ছিতের ধন যে বা, প্রবঞ্চনা করে।
তাহার মতন পাপী, নাহিক সংসারে॥

টাকা শত্রু, টাকা মিত্র, হয় এ জগতে।
টাকা সহ একা গেলে, প্রাণবধে পথে॥
সে কারণে টাকা, অর্থ, শত্রু বাখানি।
টাকাতে মানের বৃদ্ধি, টাকা বড় মানী॥
পরম পণ্ডিত যদি, লক্ষ্মীছাড়া হয়।
টাকা না থাকিলে, তার মান্য নাহি রয়॥
ধনী বটে, বিদ্যা নাই, সেও মান্য হয়।
তেমতি অনেক লোক, আছে জগন্ময়॥
মূর্খ লোকেতে টাকা, যত্ন নাহি জানে।
অন্যায্য খরচ করে, খাট হয় মানে॥
কোন রীতে মূর্খ লোকে, যদি টাকা পায়।
গৌরব না ক.র তার, দুহাতে উড়ায়॥
উপার্জ্জনে যত দুঃখ, রাখিতে অধিক।
রাখিতে পারে না তারা, ধিক্ ধিক্ ধিক্!
আয় বুঝে, ব্যয় তারা, করিতে না জানে।
সকল খরচ করি, খাট হয় মানে॥
বিদ্যাবান প্রাত্যহিক, টাকা আনে ঘরে।
তথাপি হিসাব করি, তারা ব্যয় করে॥
চাটুক লোকেতে কত, চাটু বাক্য বলে।
থাকিলে অধিক টাকা, বন্ধু কত মিলে॥
এমন সুখের টাকা, হয় টাকৃশালে।
মুহূর্ত্তকে কত হয়, দেখ! ঐ কলে॥
আগুনেতে জল তাতে, তাহে গ্যাস উঠে।
সুন্দর গঠন কল, এক বারে ছুটে॥

কলের বাহার কিবা, কলের বাহার।
আহার, বিহার ছাড়, দেখ! চমৎকার॥
চক্ষুঃ জুড়াইয়া গেল, চক্ষুঃ জুড়াইল।
কি করে করেছে কল, বুদ্ধি! তুমি বল॥
বুদ্ধি বলে, এ ঘটেতে, কিছু বুদ্ধি নাই।
সামান্য লোকের মত, দেখিয়া বেড়াই॥
ভাল বোকা! দেখ্! তুই, বোকা বুদ্ধি তোর।
বুঝিতে পারিবি না রে! এ কলের ঘোর॥
টাকাতে হয়েছে কল, হয় কত টাকা।
আদুলি যতই হয়, নাহি তার লেখা॥
মোহর সোণায় সিকি, রূপার দু-আনি।
দু-আনি ছিল না আগে, হয়েছে ইদানী॥
পয়সা হয়েছে কত, সুখের কারণ।
কড়ির বোঝাটি বওয়া, ঘুচেছে এখন॥
কড়ির আদর ছিল, কড়ির আদর।
বান্ধিয়া লইতে কত, ছিড়িত চাদর॥
পয়সায় দু পণ কড়ি, কত বোঝা হয়।
ঘুচেছে সে সব দুঃখ, দেখ! মহাশয়!
যাইতে হইত কড়ি, করিয়া মাথায়।
কড়ি ছিল পরম ধন, সম্বল উপায়॥
হাট, বাজার, পথ খরচ, ছিল যত কড়ি।
কড়ির আদর খুব, ছিল বাড়া-বাড়ি॥
ঘুচেছে সে সব, এবে, পয়সা-কল্যাণে।
ইংরাজ বিরাজ কর, থাকহ এখানে॥

কড়ির মাৎসর্য্য গেল, বাড়ে পয়সার।
টেঁকে, পকেটে থাকে, সদা চমৎকার॥
টেঁক পকেট কাল করে, মনঃ অসন্তুষ্ট।
অধিক লইলে পরে, হয় বড় কষ্ট॥
সাহেব দেখিল সব, নজর করিয়া।
তু-আনি করিয়া দিল, তুঃখ ঘুচাইয়া॥
পথের সম্বল কিছু, শ্রাদ্ধতে প্রদান।
ভোজন দক্ষিণা দিলে, বাড়ে কিছু মান॥
পয়সার দেমাক্ কিছু, গিয়াছে এখন।
সুন্দর করেছে দেখ! তু-আনি রতন॥
দিতে লইতে সুবিধা, করে দেখ! কত।
যাহার যা ইচ্ছা হয়, লও মনোমত॥
কি কাণ্ড, প্রকাণ্ড কল, বুঝা নাহি যায়।
ঘুরিছে ফিরেছে কত, মরি হায় হায়!
স্থির হয়ে দেখে সবে, না পড়ে পলক।
মেজেছে ঘসেছে কল, করে ঝক্ মক্!
চাকা ঘুরে, অনিবার, কার সাধ্য ধরে।
হস্তী যদি পড়ে তায়, তখনি সে মরে॥
স্বর্ণ রজঃ তাঁমা কত, প্রত্যহ গলিছে।
পৃথক্ পৃথক্ কত, চাদর হতেছে॥
কলেতে চাদর কাটে, ছাপা হয় কলে।
চক্ মক্ করে টাকা, দেখহ সকলে॥
জলসি মোহর টাকা, আতুলি, তু-আনি।
সিকির বাহার দেখে, ধন্য ধন্য মানি॥

পয়সা হতেছে যেন, মোহর বরণ।
কলেতে হতেছে দেখ! অতি সুচিকণ॥
টাকা মোহরেতে দেখ! কত ফুল কাটা।
কি সুন্দর! দেখ দেখি, ছাটা আর মাটা॥
তার মধ্যে আছে হের, মহারাণী—মুখ।
রাজ—দরশনে মনে, কত হয় সুখ॥
রাজার কুশলে সব, রাজার কুশলে।
এসেছে ইংরাজ এথা, থাকুক্ মঙ্গলে॥
ভাগীরথী সঙ্গে যোগ, তড়াগের জল।
জীবন কলের জীব, তাই চলে কল॥
জীবন না থাকে যদি, তবে হয় মরা।
জীবন বহ্নির বলে, চালাইছে তারা॥
অনিবার বারি তুলে, স্বকার্য্য উদ্ধারে।
উঠিছে নামিছে জল, কলের ভিতরে॥
মনোহর বাটীতে লৌহ, রেয়ালেতে ঘেরা।
ফটকে চটক দেখ! সিফাই পাহারা॥
ইচ্ছামত সর্ব্বজনে, দেখিতে না পায়।
আদেশ আলাপ ভিন্ন, কার সাধ্য যায়?
প্রবেশ কালীন তারা, কিছুই বলে না।
সামান্য হইলে ঝাড়া, লইতে ছাড়ে না॥
সামান্য চাকর যারা, সামান্য চাকর।
কাপড় পরিয়া তারা, যায় নীজ ঘর॥
অনেক স্থানেতে তার, অনেক পাহারা।
যাহার কষুর হয়, সেই যায় মারা॥

কতই বলিব আর, কতই বলিব।
সাহেব কল্যাণে থাক্, ক্রমেতে দেখিব॥

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

টেলিগ্রাফ্ বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

হয় না যা জ্ঞান মনে, কভু না দেখি স্বপনে,
কি আশ্চর্য্য! তারের খপর।
কখন দেখিনে যাহা, ইংরাজ দেখালে তাহা,
ঐ বুঝি করেছেন ঈশ্বর॥
তুলনা নাহিক যার, করেন আশ্চর্য্য তার,
তাঁর কৃপা ভিন্ন নাহি হয়।
যে করে ইহার সুত্র, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র,
যাঁর সৃষ্টি এই জগন্ময়॥
ওহে! ওহে! জগদীশ! কেমনে পেলে তল্লাস,
তুমি কি বলিয়া ছিলে কাণে?
যে করেছে এই সৃষ্টি, তাঁর প্রতি ছিল দৃষ্টি,
প্রণাম করি তাঁর চরণে॥
যে বুদ্ধি তাঁহার ঘটে, প্রণামের যোগ্য বটে,
বিচার করহ মনে মনে।
যে কার্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য, ঈশ্বরের সেই কার্য্য,
এই কার্য্য সকলেতে গণে॥

জগৎ ব্যাপিল তার, তার জগতের সার,
কত খপর পায় ঐ তারে।
যত কিছু ভাল মন্দ, লিখিয়া ঘুচাও সন্দ,
সব ধাঁদা ফেলি দেয় দূরে॥
হইয়া ক্ষীরোদ পার, বিলাতে গিয়াছে তার,
এ প্রদেশ সকল ঘেরেছে।
কিছু কাল গেলে পরে, ব্যাপিবেক চরাচরে,
সেই মত ব্যাবস্থা হতেছে॥
সকলের প্রিয় তার, ও তার অতি সুতার,
ঐ তারে সব খপর পায়।
যদি থাকে দূরান্তরে, ঠিক যেন আছে ঘরে,
তারে তারে কত কথা কথা কয়॥
দিয়াছে রেলের ধারে, আছে তার খুঁটিপরে,
প্রতি এস্‌টেসানে গিয়াছে।
কলিকাতা হতে তার, হয়ে গেছে দিল্লী পার,
লক্‌নাউ পঞ্জাব ঘেরেছে॥
ইদানী বম্বেতে গেছে, সেখানে আফিস্‌ আছে,
উপার্জ্জন কতই হইতেছে।
কি কহিব কি কৌশল, কত স্থানে কত কল,
বুদ্ধিবলে কি শোভা শোভিছে॥
মাল-গাড়ি আসে যায়, তারেতে খপর পায়,
যার মাল খুঁজিয়া সে লয়।
যে যায় চাকরা আসে, সে থাকে হাজার ক্রোশে,
সর্ব্বদাই খপর পাঠায়॥

হয়েছে একি সুবিধা, যার আছে মাতা পিতা,
সে যদ্যপি যায় দূরান্তরে ।
ঘণ্টায় খপর পায়, মরি মরি হায় হায় !
বুঝে দেখ আছে যেন ঘরে ॥
এ রাজ্যেতে যাহা হয়, বিলাতে সংবাদ পায়,
শুভাশুভ সকলি জানায় ।
পূর্ব্বে যেতো তিন মাসে, মেইলেতে এক মাসে,
এখন তা অতি শীঘ্র যায় ॥
তারেতে খপর যায়, চারি ঘণ্টায় পৌঁছায়,
না দেখিলে বিশ্বাস হতো না ।
এখানে নড়িছে তার, হতেছে ক্ষীরদ পার,
দেখিলেও বুঝিতে পারি না ॥
হেরিয়ে সে টেলিগ্রাফ্, মন হতে গেল পাপ,
হলো সব সন্দেহ ভঞ্জন ।
পুরাবৃত গ্রন্থ যত, হইল বিশ্বাস কত,
ভারতাদি ব্যাসের লিখন ॥
আস্মানে রথ চলে, অনেকে অলীক বলে,
কভু ইহা হইতে পারে না ।
সে সন্দেহ দূরে রাখ, ইলেক্‌টের তার দেখ,
না হইলে বিশ্বাস হতো না ॥
ছিল না যখন তার, বলে উহা সাধ্য কার ?
মিথ্যাকথা বলিত সকলে ।
এখন সন্দেহ রাখ, তারের খপর দেখ,
মিনিটেতে শত ক্রোশ চলে ॥

কালে কালে হবে কত, বেলুন উড়িবে শত,
ও সকল ইংরাজ করিবে।
কখন দেখিনে যাহা, ইংরাজে দেখালে তাহা;
বেঁচে থাক কতই দেখাবে ॥
হয়ে বুঝি অবতার, করিলেক এই তার,
জগতে হইল গণ্য মান্য।
রাম কৃষ্ণ অবতারে, কতই আশ্চর্য্য করে,
তাই তাঁরা দেবতার গণ্য ॥
যে আশ্চর্য্য হয় তারে, আর কার সাধ্য পারে?
দেবতার তুল্য গুণ ধরে।
এক দেব যিশুখ্রীষ্ট, তাঁর গুণ আছে রাষ্ট,
ব্যাপিয়াছে এই চরাচরে ॥
এমাম হোসেন্ লাগি, যবনেরা হয় যোগী,
ইহাদের বহু গুণ ছিল।
করিয়া আশ্চর্য্য কার্য্য, অবনীতে হন পূজ্য,
এঁরা সবে ঠাকুর হইল ॥
এই তার যাঁর কৃত, তিনি হন তাঁর কৃত,
যাঁর নাম জপে এ সংসারে।
এ তার করিল যেই, দেবতার গণ্য সেই,
ভাব রে ভাব রে মন তারে ॥
তাই বলি মহাশয়, কল কাণ্ড যাহা হয়,
করিবারে যুক্তি কর সার।
দুর্লভ জনম হলো, কেন হে বিফল গেল?
এ জনম হবে না হে আর।

সপ্তম প্রস্তাব।

কলের গাড়ির বিষয় বর্ণন।

পয়ার।

ওহে ! ও আনন্দময় জগত ঈশ্বর !
তুমি কি ইংরাজে ডেকে, দিয়া ছিলে বর ?
সারত্ব রূপেতে তুমি, বিরাজ সকলে।
ইংরাজ খুঁজিয়া লয়, তাই সার মিলে॥
উত্তম তোমার নাম, জগতের সার।
ইংরাজ খুঁজিয়া লয়, আর সাধ্য কার ?
যে করে উত্তম কায, সেই প্রিয় তাঁর।
উত্তমে আছেন তিনি, করেন বিহার॥
ইংরাজের কার্য্যগুলি, সকলি উত্তম।
যাহা করে পরিষ্কার, অতি মনোরম॥
প্রথম রেলের রাস্তা, আরম্ভ যখন।
নগর ভাঙ্গিল কত, কাটিলেক বন॥
খাদ খন্দ ভরাইয়া, সমান করিল।
অসংখ্যক মজুরেতে, মাটি ফেলি দিল॥
স্থানে স্থানে কত খাটে, সংখ্যা নাহি তার।
করিল রেলের রাস্তা, অতি মনোহর॥
ইট—খোয়া ফেলিলেক, তাহার উপর।
কাটিয়া বিশাল বৃক্ষ, পাতিল বিস্তর॥

বোধে না আইসে কিছু, বোধে না আইসে।
কি দিবে ইহার পর, কি হইবে শেষে॥
কেহ বলে লৌহময়, চাদর পাতিবে।
তাহার উপরে কল, গাড়ি চালাইবে॥
কেহ বলে রেল্-রোডে, বসাইবে রেল।
মাঝে-মাঝে, যাবে গাড়ি; পার্শ্বে রবে ঠেল॥
এইরূপ কত যুক্তি, করে পরস্পর।
আইল লৌহার রেল, রাস্তার উপর॥
কাষ্ঠের উপর আছে, লোহার কেদারা।
বসিল তাহাতে রেল, সব এক ধারা॥

প্রথম দিবসে যবে, কল খানি চলে।
অসংখ্যক লোক সব, দেখিবারে চলে॥
গাড়ি চলিবার দিন, নিরূপিত ছিল।
দেশ বিদেশের লোক, দেখিতে ধাইল॥
হাবড়া আইল কত, কালকাতা হোতে।
আইল কতই লোক, গাড়িটি দেখিতে॥
বালক অগ্রেতে ধায়, যুবা তার পিছে।
বৃদ্ধ যায় হস্তে নড়ি, থাকে তার নীচে॥
ঐ রূপ বালিকা যুবতী, বৃদ্ধা যত।
আড়ালে অন্তরে থাকি, দেখে অবিরত॥
নিরক্ষিয়া আছে সব, রেল-রোড পানে।
তদ-গদ চিত্ত সবে, ছিল এক মনে॥
বাজায়ে গাড়িতে বাঁশী, তখনি আইল।
পলকের মধ্যে যেন, নক্ষত্র ছুটিল॥

চক্ষের বাহিরে গেল, দেখিতে না পায়।
কোথা গেল সেই গাড়ি, হায় হায় হায়!
আমোদে ভাসিয়া সবে, নিজ ঘরে যায়।
পথের মধ্যেতে সবে, কত কথা কয়॥
যে করেছে এই কল, সেই লোক ধন্য।
পণ্ডিত গণনা মধ্যে, সেই হয় গণ্য॥
প্রথমেতে খোলা গাড়ি, চাপে পেসেঞ্জর*।
নির্ভয়ে চাপিল সবে, নাহি করে ডর॥
তার পর হইল ফাষ্ট, সেকেণ্ড, থার্ড গাড়ি।
চাপিবার জন্য কত, করে তাড়া তাড়ি॥
প্রথমে চলিয়া গাড়ি, গেল বেনারসে।
স্ত্রীলোকে চাপিল সব, মনের হরিষে॥
বাঁকিপুরে নামি কত, চলিছে গয়ায়।
চারি পাঁচ দিনে ফিরে, আসে পুনরায়॥
চরিতার্থ হয় সবে, সাহেব কল্যাণে।
দেড় মাসের পথ, যায় এক দিনে॥
হিন্দু ধর্ম্মে বারাণসী, স্বর্গ তুল্য স্থানে।
কষ্টে স্বষ্টে গিয়া লোকে, করে স্নান দান॥
মণিকর্ণিকার স্থানে, মুক্তি-পদ পায়।
অন্নপূর্ণা দরশনে, চরিতার্থ হয়॥
কাশীধামে আছে দেখ, সব দেবালয়।
দেখ রে! দেখ রে! মন সব শিবময়॥

* পেসেঞ্জর—আরোহী। এই শব্দটী ইংরাজী, লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে সেই নিমিত্ত ব্যবহৃত হইল।

কাশীধামে গমনেতে, কত কষ্ট হতো।
যেতে যেতে কত লোক, পথে মারা যেতো॥
জলপথে বম্‌বেটে, দস্যু ভয় ছিল।
লইত লুটিয়া সব, হইত মুস্‌কিল॥
ঝড় বৃষ্টি, হলে নৌকা, যাইত ডুবিয়া।
কেহ না বাঁচিত প্রাণে, যাইত মরিয়া॥
ধন প্রাণ সব নষ্ট, হইত নৌকায়।
ডাঙ্গা পথে দস্যু ছিল, আর ব্যাঘ্র ভয়॥
কাশীধাম যাত্রা, কালে, ক্রন্দন উঠিত।
আত্ম্য বন্ধু লোক সব, দেখিতে আসিত॥
যে যেত সে যেত মনে, মলিন হইয়া।
এই চলিলাম বুঝি, না আসি ফিরিয়া॥
নয়নেতে জল ধারা, ভাবিয়া চিন্তিয়া।
পিতৃ কার্য্য হেতু যেতো, নাচার হইয়া॥
প্রতিবাসী আপ্ত বন্ধু, পথে দাঁড়াইত।
হেরিয়া উহার মুখ, সকলে কাঁদিত॥
মনে হতো পশ্চিমেতে, ভ্রমি তীর্থ স্থান।
জ্ঞান হয়, যাই যাই, ভয় পায় প্রাণ॥
জলেতে কুম্ভীর স্থলে, ব্যাঘ্র সেই মত।
যাই কিনা যাই প্রাণে, কতই ভাবিত॥
এই মত সাত পাঁচ, কত মনে করে।
সাহসেতে কেহ যায়, কেহ আসে ফিরে॥
পথ হতে ফিরে আসে, ম্লান করি মুখ।
মনে মনে করিত সে, কত শত দুঃখ॥

কেন, আমি বেঁচে আছি, এ পাপ জীবনে।
হলো না হলো না যাওয়া, তীর্থ পর্য্যটনে ॥
যে যায় হাঁটিয়া পথে, সেই দুঃখ পায়।
হাঁটিতে হাঁটিতে ব্যথা পায়া কত পায় ॥
শ্রম জ্বর হয়ে পথে, পড়িয়া থাকিত।
ভাসিত দুঃখ অর্ণবে, কতই কাঁদিত ॥
ওলাউটা হোত যদি, কেহ না ছুঁইত।
যাত্রী, সেতো, বন্ধু সবে, ফেলি পলাইত ॥
কেবা জল দেয় মুখে, কেবা জল দেয়।
পথের দুর্গম কথা, কহা নাহি যায় ॥
অটবী মধ্যেতে পথ, যাত্রী অগণন।
ব্যাঘ্র ভয়ে কাঁপিতেছে, ব্যাকুলিত মনঃ ॥
বেগেতে গমন করে, পিছে নাহি চায়।
হস্তে হস্ত ধরি চলে, কেহ না ছড়ায় ॥
স্বামি-হীন পুত্র সঙ্গে, কাশী যেতে ছিল।
পথি মধ্যে বিধবার, বিপদ ঘটিল ॥
মাতার সহিত রাম, যেতে ছিল রঙ্গে।
মাতার হইল পীড়া, কাঁপিল আতঙ্কে ॥
মাতা যান বহির্দ্দেশে, ভেদ বমি হয়।
সেতো বলে থাক রাম, দেরি নাহি সয় ॥
যাত্রী সঙ্গ ছাড়া আমি, হইতে পারি না।
থাকিলে তোমাকে লয়ে, কিছুই পাবো না ॥
আমার অনেক যাত্রী, উহার ভিতর।
আমাকে না দেখে যদি, হইবে কাতর ॥

তুমি তো হে মর্দ্দ বটে, নও কাঁচা ছেলে।
যেও না, যেওনা কভু, জননীরে ফেলে॥
এই বলি যাত্রী সঙ্গে, সেতো চলে যায়।
জননী নিকটে রাম, করে হায় হায়!
দিবা অবসান হবে, আসিবে রজনী।
হিংস্রক জন্তু আসি, খাবে দুই প্রাণী॥
উঠিতে নারেন মাতা, আছেন শয়নে।
এখনি পলাবো আমি, কে থাকে এখানে?
থাকিয়া উঁহার কাছে, প্রাণ খোয়াইবো।
কিয়ৎ দেখিয়া আমি, অমনি ছুটিবো॥
উঠ গো! উঠ গো! মাতা! যাত্রী গেলো চলি।
পলাইয়া গেল রাম, জগদীশ বলি॥
দশ ক্রোশ বনান্তরে, চটী আছে শুনি।
এই বন মধ্যে বল, কিসে বাঁচে প্রাণী?
কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া রাম, ধাইল সত্বর।
জাগরিত হয়ে মাতা, হইল কাতর॥
কোথা যাবো কি করিব, হায় হায় হায়!
কার কাছে থাকি আমি, কে রাখে আমায়?
আশ্রয় কিছুই নাই, সকলিতো বন।
শার্দ্দূল কেশরী আসি, করিবে ভক্ষণ॥
কোথা গেলে প্রিয়পুত্র! ছাড়িয়া মায়েরে
উঠিতে পারি না বাছা! মরি রে! মরি রে!
তুমি যে ফেলিয়া যাবে, ছিল না তা মনে।
তোমার ভরসা করি, আসি তীর্থ স্থানে॥

তুমি, যে, ফেলিয়া যাবে, ছিল না তা মনে।
তোমার ভরসা করি, আসি তীর্থ স্থানে॥
তুমি মম জ্যেষ্ঠপুত্র, কুলের প্রদীপ।
ফেলিয়া গিয়াছো বাছা! নিবাইয়া দীপ॥
জল পিপাসায় মরি, কে দেবে রে! জল।
উঠিতে না পারি বাছা! কাঁপিছে সকল॥
এই মম মনে হলো, গর্ব্ভের যন্ত্রণা।
পেয়েছি কতই দুঃখ, তুমি তো জাননা॥
তোমায় যখন গর্ব্ভে, ধরি অভাগিনী।
আহ্লাদিত হয়ে সবে, করে কাণা কাণি॥
ভূমিতে শয়ন করি, সদাই অরুচি।
পাত খোলা ভাল লাগে, তাই খেয়ে বাঁচি॥
নয় মাসে সাধ খাই, ভাবি মনে মনে।
প্রসব হইতে বুঝি, বাঁচিবো না প্রাণে॥
দশ মাসে উঠিতে, হাঁটিতে না পারি।
আপনার অঙ্গ ভারে, হইলাম ভারি,॥
উঠিতে, না পারি আমি; উঠিতে, না পারি।
হস্ত ধরি তুলি দিতো, এসে অন্য নারী॥
অঙ্গের সকল শির, হইত বিবর্ণ।
দেখিয়া আমার মন, হইত বিশীর্ণ॥
কাল হলো সব শির, স্তন ক্ষীর ভরে।
ফেটে ফেটে পড়ে কত, চড় চড় করে॥
কতই যন্ত্রণা গেছে, কতই যন্ত্রণা।
কত বা সহিয়ে ছিলাম, পুত্রের কামনা॥

যখন, হইয়াছিল, প্র..ব বেদনা।
কত কষ্ট মুখে তাহা, বলিতে পারিনা॥
প্রতিবাসী স্ত্রীলোকরা, কতই আইল।
আমার ক্রন্দন দেখে, সকলে কাঁদিল॥
কতই পেয়েছি দুঃখ, কতই সে দুঃখ।
সব দুঃখ দূরে গেল, হেরে তোর মুখ॥
সেই দুঃখ আজ বাছা! উঠিল অন্তরে।
কাঁপিছে শরীর সব, কে আমারে ধরে?॥
তুমি মম জ্যেষ্ঠপুত্র, অগ্নি অধিকারী।
কে দিবে আগুন বাছা! এই আমি মরি?
পুত্রের কামনা করে, পুত্রের কামনা।
সুপুত্র না হলে হয়, এরূপ যাতনা॥
কোথা হে জগদীশ! জগতের সার।
বন মধ্যে আছি আমি, কর হে! উদ্ধার॥
উঠিবার শক্তি নাই, চলিতে নাপারি।
তাপিতে তারিতে দয়া, কর হে! শ্রীহরি॥
তুমি জ্ঞান! তুমি প্রাণ! তুমি সর্ব্বময়!
শক্তি মুক্তি দিতে পার, তুমি দয়াময়॥
স্বামি হীনা, সন্তানের, এই গতি দেখ!
পদ ছায়া দিয়া হরি! তুমি মোরে রাখ।
তোমা বিনে গতি নাই, অনাথের নাথ।
করহ দীনের গতি, ওহে জগন্নাথ!
বিপদ জলধি মধ্যে, পড়েছি হে! আমি
দেয়ে হে! চরণ তরি, পার কর তুমি!

বিপদে, ডাকিছে নারী, করিছে রোদন।
এক জন তথা আসি, দিল দরশন ॥
হিন্দিতে জিজ্ঞাসে "তেরা, ঘর কাঁহা মাই ।
কেস্‌কো লাগি রোতে তোম্, কাহাসে যাঁই ?"
কন্ তেরা সাথ্-মে-থা, ওবি, কাঁহা গেয়া ?
কাঁহে হিঁয়া পড়ে রহ, ক্যা-বেমারি হোওয়া ।
উঠিয়া বসিল নারী, উহারে দেখিয়া ।
কহিতে লাগিল সব. কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া ॥
তুমি হে ! আমার পিতা, আমি তব কন্যা ।
রক্ষা কর পিতা মোরে, হও জগৎধন্যা ॥
আগন্তুক কহে "তোম্, ডর মোৎ কর ।
হাম্ হিঁয়া হেয় তোম্, কেস্‌কো ন ডর ॥
গাড়িড পরে উঠায়্‌কে লেগা, ডর্ নেহি তেরা।
আওতেহিঁ বয়্‌ল গাড়িড্, মাই হো ! হামারা ?
বেনারস্ যাওগে হাম্, তোম্‌কো লে যাওগে ।
তোম্ কো খেলায়্‌কে, যব্ রহেঁ তব্ খাওগে ॥
বলিতে বলিতে গাড়ি, চলিয়া আইল ।
মায়ের মতন তুলি, গাড়িতে লইল ॥
গাড়ির ভিতর ছিল, উহাঁর বনিতা ।
তাহার নিকটে দিল, বলিয়া দুহিতা ॥
উত্তম বসন দিল, পরিবার তরে ।
হরি যারে রাখে তারে, কে, মারিতে পারে ? ॥
নানা মত ছিল কত, মনের বিকার ।
রেল গাড়ি হয়ে এবে, দুঃখ নাহি আর ॥

একা যায় স্ত্রীলোকেতে, ভয় নাহি করে।
পাঁচ, ছয়, দিনে আসে, হেরি বিশ্বেশ্বরে॥
কাশী, গয়া, প্রয়গ্ তীর্থ, আর বৃন্দাবন।
মথুরায় যায় সবে, হরষিত মন॥
আর কিছু ভয় নাই, গাড়ির কারণ।
কত যাত্রী যাইতেছে, দেখ! অগণন॥
দেড় মাসে করে কত, তীর্থ পর্য্যটন।
গয়া, কাশী, প্রয়াগ্, মথুরা বৃন্দাবন॥
হিন্দু ধর্ম্মে সব তীর্থ, স্বর্গের তুলনা।
করেছে স্বর্গের সিঁড়ি, দেখ না! দেখ না?
পূর্ব্বে, গেছে কত রাজা, এই দেশে ছিল।
একাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড কে করেছে বল!
সত্য, ত্রেতা, দূরে রাখ, দেখ! দ্বাপরেতে।
এরূপ কলের সৃষ্টি, ছিল না জগতে॥
শিখীধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, রাজা।
দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, ছিলেন মহা তেজা॥
ইঁহাদের কীর্ত্তি-কাণ্ড কিছু চিহ্ন নাই।
রাস্তা আদি শুভ কর্ম্ম, দেখিতে না পাই॥
উড়িয়া যাইত রথ, ভারতে লিখেছে।
কেহ বলে সত্য বটে, কেহ বলে মিছে॥
যদি, ওঁরা সত্য হন, নিজের কারণ।
কিসে তুষ্ট ছিল বল, লোক সাধারণ॥
চড়িবারে সাধারণে, কৈই তা পাইত।
চড়িত সে রথে যোদ্ধা, বীর যে হইত॥

এ দেশে ও দেশে ছিল, কত তীর্থ স্থান।
তাঁহাদের কৃত রাস্তা, নাহি বিদ্যমান॥
ইংরাজ রাজার গুণ, কে বল বর্ণিবে ?।
কত রাস্তা হয়ে গেছে, আর কত হবে॥
উত্তম হয়েছে রাস্তা, যায় রেল গাড়ি।
ভুবন ঘেরিছে রেল, হবে বাড়া বাড়ি॥
মিনিটে মাইল যেতে, পারে রেল গাড়ি।
অবশ্যই পারে যদি, করে তাড়া তাড়ি॥
সুখের কারণ উহা, সুখের কারণ।
উপকার হইতেছে, সর্ব্ব সাধারণ॥
কল করি টাকা লয়, কি কল করেছে।
চাপিয়া কলের গাড়ি, খুসিতে দিতেছে॥
নাহি কিছু দুঃখ ইথে, নাহি কিছু দুঃখ।
চাপিয়া কলের গাড়ি, হয় কত সুখ॥
গাড়ি শশী উদয়েতে, গেল অন্ধকার।
যায় রে ! পশ্চিমে চলি, রাখে সাধ্য কার ?
পয়সার জোর বুঝে, গাড়ি ভাড়া কর।
সহ-পরিবার গিয়া, পশ্চিমেতে ঘোর॥
নানা তীর্থ স্থানে যাও, আনন্দ করিয়া।
থাকুক্ থাকুক্ সুখে, ইংরাজ বাঁচিয়া॥
গাড়ির গঠন কিবা, গাড়ির গঠন।
হেরিলে হরিষ চিত, হরিলেক মন॥
কত ইস্‌টেসন্ ঘর, রাস্তার উপর।
ইস্‌টেসন্ মাষ্টর, তাতে পর পর॥

প্রতি ইস্‌টেসনে আছে, উপযুক্ত লোক।
টিকিট্ দিতেছে, টাকা—নেয় রোক্ রোক ॥
ধার নাই কর্জ্জ নাই, বিলাত আদায়।
করেছে মজার কল, মরি হায় হায়!
চিরদিন এই গাড়ি, থাকুক জগতে।
যাতায়াত করি সবে, মনের সুখেতে ॥
শোভনীয় কল খানি, অতি সুচিকন।
তাহাতে যুতেছে গাড়ি, চাকা অগণন ॥
কোন কলে ষাটি খানা, কোন কলে আশী।
যুথে যুথে যুতে দেয়, গাড়ি রাশি রাশি ॥
গাড়িতে খড় খড়ি আঁটা, আঁটা আছে সার্শি ॥
সব কলে আঁটা আছে, এক এক বাঁশী।
নানাবিধ রং দেওয়া, আছে সে, গাড়িতে।
গিরিণ সাটিন আর, হোগনি তাহাতে?
দমের গদি দেওয়া, আছে ফার্ষ্ট ক্লাসে।
ভাগ্যবন্ত লোক প্রায়, তাহাতেই বসে ॥
বেতের কউচ আছে, সেকেণ্ড কেলাসে।
মধ্যবি লোকেরা সদা, যায় আর আসে ॥
থারড কেলাস আছে, সকল কারণ।
যার ইচ্ছা যাতে হয়, করহ গমন ॥

পেসেঞ্জরের মনো-হরে, ঐ বাঁশীর স্বরে।
যে যাবে তফাৎ হতে, ধড় ফড় করে ॥
ছুটিয়া আইসে তারা, এই বাঁশী শুনে।
এলো থেলো হয়ে সবে, ছুটে প্রাণ পণে ॥

ওগো ! দিদি চল দাদা, আর বড় মাসী।
শুনেছো বেজেছে ঐ, গাড়ির বাঁশী॥
ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির, কারখানা যত।
রেল বসায়েছে দেখ ! গাড়ি শত শত॥
দুই দুই চাকা ঘূরে, *ইঞ্জিয়ান জোরে।
ঘুরিলে ঐ বড় চাকা, সব চাকা ফিরে॥
বয়লার হুইল ঐ, কতই প্রকার।
রহেছে কতই দেশ, সঙ্খ্যা নাহি তার॥
হাবড়ায় কত আছে, আর স্থানে স্থানে।
চাকা লোহা কাষ্ঠ কল, দেখ দুনয়নে॥
ঘণ্টায় ঘোষণা দেয়, ঘণ্টা বাজাইয়া।
শুনিয়া ঘণ্টার ধ্বনি, আসেত ধাইয়া॥
গঙ্গায় ভাসিছে যেটি,† দেখিতে সুন্দর।
পেসেঞ্জর যায় আগে, তাহার উপর॥
যাহাতে চাপিয়া সবে, যাতায়াত করে।
যাইতেছে লোক সব, যেটি আলো করে॥
কতই আফিষ তার, কতই কেরাণি।
অনেক সেয়ার বিক্রী, করিছে কোম্পানি॥
কত দূরে গেছে রাস্তা, যাবে কত দূর।
স্যাহেবে কল্যাণ সদা, রাখুন ঠাকুর॥

---

* এন্‌জিন্‌—যে কলে দ্বাবায় সমস্ত গাড়ি চলিয়াযায়। কল বিশেষঃ।

† যেটী—সাঁকো।

নানা পরিশ্রম করে, সাহেব বাঙ্গালি।
স্থানে স্থানে হিন্দুস্থানি, কতই মৈথিলি॥
যেমন তেমনি তার, বেতন দিতেছে।
পর পর শ্রেণী বদ্ধে, খাটায়ে লতেছে॥
এস-সবে আশীর্ব্বাদ, করি মনে মনে।
দেখিতে পাইব কত, সাহেব কল্যাণে॥

অষ্টম প্রস্তাব।

ফটুগ্রাফির কল বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

যে করিতে পারে কল, তাঁর জনম সফল,
সেই ধন্য বাখানি।
কলে হয় উপকার, সদা হয় নাম তার,
কীর্ত্তির স্বরূপ সবে গণি॥
কর হে! নানা কৌশল, অরণ্যে মিলিবে ফল,
কল করি রাখ হে! ঘোষণা।
রহিবে হে! তব কীর্ত্তি, "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি"
শাস্ত্রে তাহা লিখেছে দেখ না॥
সংসারের প্রয়োজন, ধন কর উপার্জ্জন,
কলেতে বিস্তর ধন হয়।
সাধারণ দরকারি, সন্ধান করহ তারি,
এ অবনী সব রত্ন ময়॥

বুদ্ধির চালনা কর, ধরণীতে রত্ন ধর,
যেখানে সেখানে রত্ন আছে ।
কর না চঞ্চল মন, মিছে ঘুর অকারণ,
স্থির করি যাও তার কাছে ॥
খনিজ পদার্থ কত, বিধি দেছেন নানা মত,
তার কিছু অন্বেষণ কর ।
নাম ধরে রত্নাকর, যাও যাও তদুপর,
শুক্তিকেতে মুক্তা পেঁতে পার ॥
পর্ব্বত উপরে যাও, হীরক খুঁজিয়া লও,
আর কত পাবে নানা দ্রব্য ।
গমন না কর যদি, এখানে পদার্থ নিধি,
ইহাতে দেখিবে কত কাব্য ॥
উদ্‌ভেদী দ্রব্যময়, আছে তাতে রত্নচয়,
খুঁজি খুঁজি অন্বেষণ কর ।
রঙ্গ করি, ঐ রং ধর, ঔষধি পাইতে পার,
সকলের হবে উপকার ॥
এলোপাতি, হোমেপাতি, নিদান মিশাও তাতে,
যোগে যোগ কর দেখি ! তার ।
নিরক্ষি পদার্থ আন, পদার্থে গুণ জান,
ঘাসে দেখ ! কত উপকার ॥
উত্তম পণ্ডিত যাঁরা, মিলাইতে পারে তাঁরা,
অবোধের কার্য্য উহা নয় ।
শাস্ত্রে লেখা নাই যাহা, পদার্থে পাইবে তাহা,
বিলক্ষণ বুদ্ধি যদি হয় ॥

সাহেবেরা বলবান, বুদ্ধি বিদ্যা অনুমান,
উহাদের তুল্য কেহ নয়।
অপরূপ কৌশল, কৌশলে করিছে কল,
অদ্ভুত প্রকাণ্ড সমুদায়॥
সুন্দর সুঠাম কায়, সদা পরিষ্কার রয়,
সর্ব্বদাই বিদ্যা আলোচনা।
জানিতে তাঁহার সৃষ্টি, সর্ব্বদাই রাখে দৃষ্টি,
কভু নাহি হয় অন্য মনা॥
অল্পে নাহি তুষ্ট হয়, বড়ই লম্বা আশয়,
আশামত ফল প্রাপ্ত হয়।
অতি তেজো বীর্য্যবন্ত, সকলি করে তদন্ত,
কিছুতেই পরাঙ্মুখ নয়॥
সবগুণ মনে রাখ, নূতন আশ্চর্য্য দেখ,
ফটুগ্রাফির কার খানা॥
বসিয়ে অতি নির্জ্জনে, কতই ভেবেছে মনে,
কি সুন্দর দেখনা দেখনা?
যাহার যেমন কায়া, আর্শির ভিতরে ছায়া,
কি পদার্থ, ধরে বল দেখি।
যে করেছে অনুমান, সেই বড় বুদ্ধিমান,
ছবি হেরি জুড়াইল আঁখি॥
শুনি নাই কোন কালে, চেহারা ধরিয়া তোলে,
যে তুলেছে সেই ধন্য ধন্য।
যাবৎ ধরণী রবে, সে নাম সকলে লবে,
সেই লোক অতি বড় মান্য॥

ছায়া ধরিছে যে জন, সার্থক তাঁরি জীবন,
কীর্ত্তির স্বরূপ রেখে গেল।
চেহারা লিখক হেথা, পাওয়া যেতো যথা তথা।
এক্ষণেতে অনেক উঠিল॥
ছায়ার লিখক যত, পলায়েছে কত শত,
তাহাদের মান্য কিছু নাই।
চেহারা লিখিতে দাম, ছিল না তো বড় কম,
অল্প দামে কতইবা পাই॥
করিতেছে কি ঐ কলে, চেহারা ধরিয়া তোলে,
মূল্য তার হদ্দ দুই টাকা।
মূল্য নিয়ে রাশি রাশি, লেখকেতে ছিল বসি,
এক্ষণেতে হয়ে গেছে ফ্যাকা॥
যার ইচ্ছা চলি যাও, সহরেতে খুঁজি লও,
ফটুগ্রাফির কল যথা।
কিছু টাকা হাতে করি, যাও সবে সারি সারি,
বাবুগিরি কর গিয়া তথা॥
ইংরাজের গুণ যত, মুখেতে বর্ণিব কত,
এ সকল ছিল না এখানে।
ওরা বড় বুদ্ধিমান, থাকুক ওদের মান,
জগদীশ রাখুন কল্যাণে॥

———

নবম প্রস্তাব।

কলের জল বর্ণন।

পয়ার।

সৃষ্টির সৃজন দেব ! প্রলয় কারণ।
অগতির গতি নাথ ! ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥
প্রশান্ত অপূর্ব্ব জ্যোতি, দেব ! নিরাকার।
করুণা আকর দীনে, তুমি দিবাকর॥
সর্ব্বজীবে সমগতি, অখিলের পতি।
পতিত পাবন-গুণে, অজ্ঞানে সুমতি॥
বল, বুদ্ধি, ভরসা, ইংরাজে দিয়াছো।
অনিত্য এ কীর্ত্তি চয়ে, প্রত্যক্ষ হয়েছো॥
নিশ্চয় জেনেছি সখা ! তুমি বিশ্ব ময়।
কটাক্ষে করিতে পার, এ বিশ্ব প্রলয়॥
কলিকাতায় নাহি হয়, জল বিলক্ষণ।
পান করি অনেকেতে, মরে অনুক্ষণ॥
বুঝিয়া জানিয়া সব, ওহে ! নারায়ণ !
জল কল ইংরাজেতে, করিল যোজন॥
কলেতে আনিয়া জল, লহরে ভরেছে।
দেখ ! রে ! দেখ ! রে ! মনঃ, সহরে ঘেরেছে॥
সিঁচিয়া রাস্তায় দেয়, ভিস্তী উঠেগেছে।
গ্রীষ্ম কালেতে কতই, আনন্দ বেড়েছে॥
পলতা হইতে আসে, রাশি রাশি জল।
দেখ ! রে ! দেখ ! রে ! মনঃ, করেছে কি কল ?

পৃথ্বীর ভিতর দিয়া, আসিতেছে জল।
ঈশ্বর ইচ্ছায় কিবা, করেছে কৌশল ॥
গুণের সাগর ওরা, গুণের সাগর।
পুতিয়া রেখেছে চোঁঙ্, ফি রাস্তা উপর।
কত লোক জল লয়, মনের হরিষে।
জল লইয়া আনন্দে, খল, খল, হাসে ॥
অনেক লোকের বাটী, পাইপ লেগেছে।
নির্ম্মল কলের জল, পান করি বাঁচে ॥
গেল রে ! গেল রে, দুঃখ গেল জল দুঃখ।
স্নান, পান, আচমনে, হল কত সুখ ॥
ত্রিতলায় গেল জল, গেলো পাই খানা।
ফেলায় ছড়ায় জল, নাহি হয় টানা ॥
জ্বর-জ্বালা কমে গেছে, ও জলের,গুণে,
কতই আহ্লাদ সবে, দেখ ! মনে মনে ॥
জলের ভাবনা নাই, জলের ভাবনা !
যা ইচ্ছা তা করে, লোকে ; দেখ না ! দেখ না !
জীবন আনিয়া কত, জীবন রেখেছে।
ভীস্তি, ভারি, যত ছিল ; প্রায় পলাইছে ॥
দেখ ? সবে জল কল, দেখ ! জল কল।
মরি-মরি ? মরি যাই ; কিবা বুদ্ধি বল ॥
বাটী, গাড়ি, ধৌত করে, জীব, জন্তু, খায়,
কেমন করেছে কল, মরি হায় ! হায় !
লোণা জল ত্যাগ করি, গিয়াছে পলতায়।
কলেতে আসিয়া জল, হয় গুণ-ময় ॥

সাধারণ উপকার, করে প্রাণ পণে।
কতই হেরিব আর, ইংরাজ কল্যাণে॥

দসম প্রস্তাব।

ছাপাখানা বর্ণন।

ত্রিপদী।

ওহে! ওহে! গুণ ধাম, করি নাই তব নাম,
তে কারণে এত দুঃখ পাই।
যা হবার হয়ে গেল, অন্তিম সময় এল,
শেষে যেন, ও চরণ পাই।
ইংরাজে রেখেছো দৃষ্টি, করিছে কলের সৃষ্টি,
কত শত আশ্চর্য্য দেখায়।
ওহে! ওহে! কৃত্তিবাস, ছিল মনে অভিলাষ
তাই হয় ইংরাজের জয়॥
কি আশ্চর্য্য! ছাপাবৃত্তি, যিনি করেন ঐ কীর্ত্তি,
তিনি হন পরম পণ্ডিত।
তুলনা কি দিব তাঁর? তুল্য নাহি আর,
করেছিল কি কাণ্ড রচিত॥
ছাপা যদি নাহি হতো, সব বিদ্যা রয়ে যেতো,
কি প্রকারে হইত চালনা?
করিত, যাহা মন্ত্রণা, হাতে লিখে কুলাতো না;
মনোমত পুস্তক হতো না॥

পণ্ডিতেরা যাহা বলে, তখনি ছাপিছে কলে,
কত হয় সম্বাদ পত্রিকা।
ছাপিছে বহু সম্বাদ, প্রায় নাহি যায় বাদ,
আইনের কথা পাকা পাকা॥
কৌন্‌সিলে যাহা, কয়; সকলি তা, ছাপা হয়,
হাকিমের রায় ছাপে কত।
পুস্তক ছাপিছে সব, মনোমত অভিনব,
প্রত্যহ ছাপে শত শত॥
হরকরা এক্‌স্‌ চেন্‌জ, ছাপিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ,
ইংলিশ ম্যানেরা ঐ ধারা।
সুসম্বাদ কুসম্বাদ, সব করে অনুবাদ,
প্রত্যহ ছাপিছে সব তারা॥
ছাপাতে সকলি কয়, হতেছে বিলাত ময়,
এখানে সেখানে ছাপাখানা।
ছাপিতেছে অনিবার, যে খপর হয় যার,
আসে যায় কতই দেখ না?
কত শত ছাপাখানা, সহরে গিয়া দেখ না?
নূতন ছাপিছে পরিপাটী।
ছাপিতেছে মনোমত, প্রাত্যহিক হয় যত,
পর দিন দেয় বাটী বাটী॥
আমরা যে, বুদ্ধি ধরি; কিছুই না করতে পারি,
দিবা নিশি ভাবি মনে মনে।
কিছুই সাহস নাই, এ বুদ্ধিতে হবে ছাই,
যাহা হবে ইংরাজ কল্যাণে॥

একাদশ প্রস্তাব।

কলের জাহাজ বর্ণন।

পয়ার।

কোথা হে! ত্রিলোক পতি! ত্রিলোকের সার।
পদ তরি দিয়ে ভবে, কর তুমি পার॥
সংসার ভাবনা আর, কতই ভাবিব।
পাপে পরি পূর্ণ, শেষে, নরকে ডুবিব॥
সন্তুষ্ট হবে না মন, ধন উপার্জ্জনে।
যতই হইবে তত, আশা বৃদ্ধি মনে॥
পৃথিবীর রাজা যদি, এক জন হয়।
তত্রাপি তাহার মন, তুষ্ট নাহি রয়॥
সন্তোষ যাহার মন, সেই সুখী হয়।
অসন্তুষ্ট সুখী নহে, বলি হে নিশ্চয়॥
"স্বনামা পুরুষোধন্যঃ" শাস্ত্র মতে কয়।
ইংরাজ তাহাই বটে, দেখ মহাশয়!
পিতৃধনে ইংরাজের, নাহি অভিলাষ।
স্বয়ং আনিয়া ধন, পূর্ণ করে আশ॥
কতই ফিকির করে, মনে বিচারিয়া।
করিল কলের তরি, ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
কলের জাহাজ কিবা, কলের জাহাজ।
বিলাত হইতে আগে, এনেছে ইংরাজ॥
চক্র ঘুরে অলক্ষিত, উঠে কত ফেণা।
গতির প্রবল বেগ, তুফান মানে না॥

যখন অর্ণব-যান, গঙ্গায় আইল।
ছোট, বড়, লোক সব, দেখিতে ধাইল॥
গঙ্গার ছুধারে লোক, একদৃষ্টে চায়।
উঠিছে কলের ধোঁয়া, আসিছে ত্বরায়॥
ধন্য দিয়া, বলে সবে, ইংরাজ রাজায়।
দেখালে কলের তরি মরি হায় হায়!
নৌকায় চাপিয়া কেহ, জাহাজে উঠিল।
ইংরাজ নিকটে গিয়া, প্রার্থনা করিল॥
ইংরাজ হুকুম মতে, আঁখি ভরি দেখে।
ধন্য ধন্য ধন্যবাদ, দিল আপনাকে॥
বেঁচেছিলি ভাগ্যে মনঃ, দেখিলে-তো তাই
চল, চল, ক্রমে দেখে, নয়ন জুড়াই॥
দ্বিতলা, ত্রিতলা, দেখ, জাহাজ ভিতরে।
মনের আনন্দে থাকে. তাহার উপরে॥
কুটারি করেছে কত, সুন্দর সুঠাম।
সম তুল কৈ তার, যেন গোলোক ধাম্॥
কতই ইহাতে আছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কায।
উত্তম লোকেতে এই, গঠেছে জাহাজ॥
ঢাকিয়াছে নানা রঙ্গে, কাচের বরণ।
মাখায়াছে গ্রিণ সাদা, অতি সুচিকণ॥
খড় খড়ি সার্ষি আঁটা, পেনেল কপাট।
খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট॥
ঝাড় লান্ঠান আর, বিচিত্র উজ্জ্বল।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, করেছে কি কল!

যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই খানে রয়।
ইচ্ছা করে উহাদের, সেই পদাশ্রয়॥
উত্তম গঠন ইহা, উত্তম গঠন।
কেমন করেছে দেখ! কাষ্ঠেতে গঠন॥
চলরে চলরে মন, কল দেখি বারে।
কি কল করেছে এই, জাহাজ ভিতরে॥
বয়লার হইল আর, কতই প্রকার।
বর্ণিতে না পারি আমি, গুণ কত তার॥
জলের গ্যাসের তেজে, কল চলে যায়।
কি সুন্দর লোহা গুলি, মরি হায় হায়॥
সুন্দর পালিষ লোহা, রূপা ঝক্‌মারে।
ভাঙ্গি যদি কোন স্থানে, তখনি তা সারে॥
আগুন বিগুণ হয়ে, যদি নাহি জ্বলে।
স্থির হয়ে থাকে কল, আর নাহি চলে॥
জল হতে গ্যাস হয়, অগ্নিময় তেজ;
গ্যাস তেজে চলে যায়, নাহি কাল ব্যাজ॥
দুই পার্শ্বে দুই চাকা, অতি ভয়ঙ্কর।
পলায় পলায় শব্দ, জত জলচর॥
এ কল, চলিবে যবে, তখনি আসিব।
কুলেতে থাকিয়া চাকা, ঘুরাটি দেখিব॥
মন বলে মহাশয়! মনুষ্য তো বটে।
আমাদের বুদ্ধি বিদ্যা, কিছু নাহি ঘটে॥
বুদ্ধির কৌশল কিবা; বুদ্ধির কৌশল।
কীর্ত্তি কার্য্য হেরে, করে আঁখি ছল ছল॥

যেমন উপরে বাড়ী, জলেতে তেমন।
জাহাজ উপরে হের, ফুলের কানন॥
টবেতে দিয়াছে চারা, চারিদিগে শোভে।
কতশত মধুকর, ধায় মধু লোভে॥
ফুলের সৌরভ মন্দ, মন্দ সমীরণ।
জীবন হিল্ললে গ্রীষ্মে, যুড়াব জীবন॥
লাল নীল পাঁচ রঙ্গা, নীশান উড়িছে।
দেখরে দেখরে! মন, কি শোভা হয়েছে?
মনের অসুখ নাই, মনের অসুখ।
যথা ইচ্ছা তথা থাকে, সদা হয় সুখ॥
পরিবার সহ থাকে, জাহাজ উপরে।
অসুখ কিছুই নাই, যথা থাকে ঘরে॥
রন্ধন অশ্বের শালা, আর পাই-খানা।
কেমন করেছে সব, দেখ-না দেখ-না॥
ধোপা, ম্যাথর, পাচিকা, কিছু নাই মন্দ।
রেখেছে জাহাজে সব, মাফিক্ পছন্দ॥
ঘণ্টার শব্দে হাজির, হয় হর-করা।
যা, হুকুম্ করে সাহেব, তাই করে তারা॥
জাহাজ চলিয়া যায়, ক্ষীরোদ উপরে।
নঙ্গর করিয়া কত, গান বাদ্য করে॥
ঝড় বৃষ্টি যদি হয়, অগ্রে জান্তে পারে।
নঙ্গর করিয়া রাখে, কল বন্ধ করে॥
কাপ্তেন্ মালিম্ সব, সুশিক্ষিত হয়।
চালাতে কলের তরি, নাহি করে ভয়॥

বিবিধ প্রকার খাদ্য, দ্রব্য তুলি লয়।
সময়ে সময়ে খায়, যাহা ইচ্ছা হয়॥
তুলিয়া রেখেছে দেখ! নানা বাদ্যগুলি।
বাজায় বিবিধ বাদ্য, যায় মন ভুলি॥
উত্তম মিউজিকেল, চাবিতে ফিরায়।
জলের উপরে বাজে, হায়! হায়! হায়!
পেনাপোর্ট আর্গিন, হারমোনিয়ম।
বাজায় সুস্বরে বাঁশী, অতি মনোরম॥
কামান রেখেছে পাতি, জাহাজ ভিতরে।
আসে যদি শত্রু পক্ষ, অমনি তোপ করে॥
বন্দুক, ক্ষুরের ধার, আছে তরবার।
নির্ভয়ে সাহেব থাকে, আনন্দ অপার॥
ছয় মাসের পথ্ বুঝি, যায় ছয় দিনে।
চাপিলে জানিতে পারি, চাপিব কেমনে॥
ক্রমে ক্রমে হলো কত, লোহার জাহাজ।
কামাইয়া বহুরত্ন, চাপিছে ইংরাজ॥
আমাদের টাকা আছে, জাতি কুল সঙ্গ।
চাপিয়া খাইলে হবে, জাতি কুল ভঙ্গ॥
খাবে না ছোবে না কেহ, বাঙ্গালি সমাজে।
কেবল গঞ্জনা সবে, দেবে মাঝে মাঝে॥
কি করেছে আমাদের, পূর্ব্ব পুরুষেরা।
কিঞ্চিৎ টলিলে পা, যায় জাতি মারা॥
কিছু বুদ্ধি নাই মনঃ, কল বল করি।
বৃথা জন্ম হয়ে ছিল, আ-মরি! আ-মরি!

জনম সফল হলো, হেরিয়া জাহাজ।
বাড়ুক বাড়ুক সুখে, থাকুক ইংরাজ ॥

দ্বাদশ প্রস্তাব।

ঘোড়ার নাচ ও রূপডেন্সী বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, ত্রিলোক তব সৃজন,
সমভাবে আছে তব গতি।
যে লয় তদীয় নাম, জপে যেই অবিশ্রাম,
উত্তম তাহার হয় মতি ॥
পরিষ্কার যার মন, তার প্রতি নিরীক্ষণ,
সেই তব প্রিয় প্রিয় পুত্র হয়।
উপকারে সেই মত্ত, রাখ তুমি তার তত্ত্ব,
দাও তুমি তারে পদাশ্রয় ॥
ইংরাজেরা বুদ্ধি ধরে, বহু উপকার করে,
উহারাই এজগতে সভ্য।
চক্ষুঃ মনঃ ঐক্য করি, দেখহ বাজারে ফিরি,
বিলাতি সুলভ কত দ্রব্য ॥
ওহে ওহে ইচ্ছা ময়, যাহা তব ইচ্ছা হয়,
তাই তুমি দাও স্বাধীনত্ব।
কত শত আছে কীর্ত্তি, আছে আর নানা বৃত্তি,
কাব্য পেলে হই চরিতার্থ ॥

অশ্বনাচ রূপডেন্সি, হেরে প্রাণ হয় খুসি,
ঠিক যেন দেবতার নাচ।
সুন্দর পুরুষ নারী, আসে সবে সারি সারি,
অনেক পুরুষে পরে কাচ॥
ছিল বুঝি স্বর্গবাসী, সেখান হইতে আসি,
নর্ত্তক নর্ত্তকী নৃত্য করে।
রূপের নাহিক সীমা, জ্ঞান হয় অনুপমা,
সে রূপ এ আঁখিতে না ধরে॥
গড়ের মাঠের ধারে, দেখ! গিয়া গোল ঘরে,
শীতকালে সর্ব্বদাই হয়।
যে দেখেছে একবার, জনম সফল তার,
টাকা ভিন্ন দেখিতে না পায়॥
টিকিট কেনহ গিয়া, নিজ ক্ষমতা বুঝিয়া,
আসে সব কেলাস্ সাজানা।
ফার্ষ্ট সেকণ্ড থার্ড পারে, তব ইচ্ছা যাহা হবে,
লইয়া পুরাও স্ববাসনা॥
ভিতরে প্রবেশ কর, বৈসহ কেলাসোপর,
যে কেলাসে লয়েছ টিকিট।
দেখহ দেখহ সভা, জগজন মনোলোভা,
কেদারা দিয়েছে ফিট ফিট॥
হের হে! আলোক মালা, কিছু তাহে নাই মলা,
গ্যাসেতে আলোক ভূরি ভূরি।
গোল ঘরে গোল আলো, দেখি? যেন কত ভাল,
সুচিকণ জ্বলে সারি সারি॥

ভাগ্যবন্ত যায় যাঁরা, অগ্রেতে বসেন তাঁরা,
কতই ইংরাজ বসে তায়।
শ্রেণী বন্ধ কিবা রূপ, বসে সবে অপরূপ,
দেখিলেই মন ভুলে যায়॥
দেবালয় ইন্দ্রালয়, কেবা দেখিয়াছে তায়?
বোধ হয় এই বুঝি সেই।
বিবি, যেন, বিদ্যা ধরী, ছেড়ে এলো স্বর্গ পুরী,
পতি সহ দেখ! দেখ! এই॥
বাজায় মধুর স্বরে, বাজে ব্যাণ্ড ধীরে ধীরে,
ক্রমে ক্রমে নানামত বাজে।
সভার কি শোভা কব, বর্ণিতে না পারি সব,
সাজায়েছে যেখানে যা, সাজে॥

পয়ার।

আইল নর্ত্তক ক্রমে, সভার ভিতরে।
রঙ্গে ভঙ্গে সবে মেলি, কত কুস্তি করে॥
সাত হাত কাষ্ঠ খানি, রাখে ঊর্দ্ধ্ব করি।
তাহারে ডিঙ্গায় তারা, এক লম্ফ মারি॥
কাষ্ঠের সম্মুখে এক, অশ্ব ধরি দেয়।
একেবারে কাষ্ঠ অশ্ব, উভয়ে লঙ্ঘায়॥
ক্রমে ক্রমে দিল তায়, তিন অশ্ব ধরি।
কাষ্ঠ অশ্ব লঙ্ঘাইল, আ-মরি! আ-মরি॥
সুন্দর পুরুষ তাহা, কতই বাহার।
লিখিতে না পারি আমি, শোভা কত তার॥

অশ্বোপরি চাপিয়া, আইল এক জন।
সভার ভিতরে অশ্ব, ঘুরে অনুক্ষণ॥
ঘুরিছে ঘুরিছে ঘোড়া, সয়ার লইয়া।
ঘুরিয়া ফিরিয়া পরে, রহে দণ্ডাইয়া॥
সয়ার নামিয়া সবে, বলিতে লাগিল।
এই সয়ারির ঘোড়া, কে চাপিবে বল?
চাপিয়া অশ্ব উপর, চালাইবে যেই—
দিব তারে ধন্যবাদ, মান্য, হবে সেই॥
এক জন উঠি গেল, এই বাক্য শুনি।
সয়ার হইল ঘোড়া, দিল জয় ধ্বনি।
এক পদ চলিল না, সয়ার লইয়া।
ধমক্ চমক্ দেয়, চাবুক্ মারিয়া॥
সয়ারে ফেলিতে চায়, লাফা লাফি করে।
সাহেব সয়ার অশ্ব, দৃঢ় করি ধরে॥
সাহেবের ভাব ভঙ্গী, অশ্বটা বুঝিল।
কাত হয়ে পড়ে ঘোড়া সয়ার শুইল॥
চিত হয়ে থাকে অশ্ব, চারি পদ তুলি।
সভা শুদ্ধ হাসে সবে, দেয় কর তালি॥
সয়ার পলায়ে গেল, লজ্জিত হইয়া।
তখনি উঠিয়া অশ্ব, রহে দাণ্ডাইয়া॥
যার হয় অশ্ব সেই, তখনি আইল।
চাপিয়া অশ্বের পর, ছুটিতে লাগিল॥
বারম্বার এই মত, অনেকে চাপিল।
যার অশ্ব সেই ভিন্ন, সরাতে নারিল॥

অশ্ব লয়ে গেল চলি, অশ্ব চড়ন্দার।
আর এক জন এলো, গাড়ি ঘোড়া তার॥
গাড়িতে যুতিয়া অশ্ব, আনিল সভায়।
চাপিয়া ঘোড়ার গাড়ি, সভাতে চালায়॥
ঘুরিয়া ফিরিয়া অশ্ব, সভাতে দণ্ডায়।
নামিয়া সয়ার সবে, বলে উভু রায়॥
বীর যদি থাকে কেহ, চালাইয়ে গাড়ি।
সভায় সুখ্যাতি তার, হবে বাড়া বাড়ি॥
বাক্য শুনি স্পর্দ্ধা করি, উঠি এক জন।
গাড়িতে উঠিল গিয়া, হরষিত মন॥
রসি ধরি শীশ দিয়া, অশ্বকে তাড়ায়।
কোন মতে এক পদ, অশ্ব নাহি যায়॥
অনেক চাবুক্ মারে, ঘোড়ার অঙ্গেতে।
পেছিলে পা, ছোড়ে ঘোড়া, ঠেকিল গাড়িতে॥
ঠকাঠক্ মারে নাথি, চলে না এক পা।
হাসিল সভার লোক, তারে বলে খেপা॥
চালাইতে নাহি পারে, পড়িল ফাঁপরে।
গাড়ি হতে নামি গেল, চেয়ার উপরে॥
লজ্জিত হইল মুখে, বাক্য, নাহি সরে।
আর এক জন উঠে, দর্প গর্ব্ব করে॥
দর্প করি গাড়ি পর, সয়ার হইল।
যেমন্ দাঁড়াইয়ে ছিল, তেমনি রহিল॥
না সরে ঘোড়ার পদ, পড়িল লজ্জায়।
চাবুক মারিয়া অশ্বে, সর্ব্বদা তাড়ায়॥

চারি পদ তুলি ঘোড়া, লম্ফ ঝম্প করে।
গাড়ি হতে সয়ার ঐ, নামে ধীরে ধীরে॥
এই মত বার বার, অনেকে চড়িল।
চালাইতে নাহি পারে, অবাক হইল॥
যার গাড়ি সেই উঠে, হাসিয়া হাসিয়া।
গাড়ি চালাইয়া গেল, সে সভা ছাড়িয়া॥
দশ ঘোড়া এল পরে, কিবা সজ্জা করি।
শুনি সব উর্দ্ধ সম, জীনের সয়ারি॥
অল্প সভা মধ্যে সবে, ঘুরে অনিবার।
নক্ষত্র ছুটিছে যেন, সভার ভিতর॥
দু, জন সয়ার উঠে, গেল অশ্বোপরে।
ছুটিছে অশ্বের পর, লাফা লাফি করে॥
ছুটিছে সকল ঘোড়া, নাহি হয় ক্লান্ত।
সয়ার না পড়ে তাহে, হয় বল বন্ত॥
এক অশ্ব হতে তারা, অন্য অশ্বে যায়।
কেমনে যাইছে তারা, ত্বরিত ঘোড়ায়॥
আশ্চর্য্য! ঘোড়ার নাচ, কি আশ্চর্য্য? দেখি?।
মরি মরি হায় হায়! জুড়াইল আঁখি॥
ক্রমে ক্রমে চলি গেল, ছয় ঘোড়া তার।
পুনরায় এলো দুই, লইয়া সয়ার॥
দুই বিবি চাপি এলো, দুই অশ্ব পরে।
বেড়ায় সভার মাঝে, অশ্ব ঘুরে ফিরে॥
দুই বিবি এল যেন, দেবেন্দ্র—অপ্সরী।
তুলনা কি দিব তাঁর? আ-মরি! আ-মরি॥

আলোকে আলোক হয়, রূপের বাহার।
এখানে তুলনা দিতে, দেখি নাহি তার॥
রূপের মাধুরী! ওরা, রূপের মাধুরী?
সভায় আইল দোঁহে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী।
ঘোড়া ছুটে অনিবার, তাহাতে সয়ার।
লাফাইয়া যায় তারা, অন্য অশ্বোপর॥
ঘূর্ণিত হইয়ে ঘোড়া, কিরূপেতে যায়।
স্ত্রীলোক সয়ারি কিবা, মরি হায় হায়!
পড়িয়া না যায় তারা, থাকে এক পায়।
এক পায়ে সে অশ্বেতে, কেমনে দাঁড়ায়॥
সুন্দর সুঠাম তার, গাউন উড়ীছে।
যেন, দেব কন্যা সম, নর্ত্তকী হয়েছে॥
সময়ে সময়ে তথা, কত নৃত্য হয়।
শীতকালে, যাও যদি, দেখিবে নিশ্চয়॥
কত উপার্জ্জন করে, বলিতে কি পারি?
ইংরাজ কল্যাণে সব, নয়নেতে হেরি॥
সারি সারি তিন দোলা, খাটায় বাঁশেতে।
দেখ দেখ মহাশয়! কি আশ্চর্য্য! তাতে॥
গোল ঘর উচ্চ অতি, বাঁশের নির্ম্মিত।
তিন দোলা খাটাইল, করি মনোমত॥
আট, দশ, হস্তান্তর, করি ব্যবধান।
সারি সারি খাটাইল, দোলা তিন খান॥
কাচ্‌পরা এক জন, উঠিল বাঁশেতে।
লম্প দিয়া পড়িলেক, প্রথম দোলাতে॥

কেহ, নাহি দেয় দোলা, আপনি দুলিল।
মধ্যের দোলাতে সেই, চকিতে চাপিল॥
মধ্য দোলা হতে যায়, শেষ দোলাপর।
কেহ নাহি দেয় দোলা, আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
দুলিয়া উঠিল শেষ, আর এক বাঁশে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে, খল খল হাসে॥
মধ্যে থাকে তিন দোলা, তফাৎ তফাতে।
পার্শ্বে ছিল বাঁশপোতা, উঠিল তাহাতে॥
পশ্চিমের বাঁশ হতে, পূর্ব্ব বাঁশে যায়।
মুহূর্ত্তকে গেল সেই, দোলায় দোলায়॥
কেবা তারে দিল দোলা? কি রূপেতে গেল।
দেখিয়া সভার লোক, অবাক হইল॥
পাঁচ হস্ত ঊর্দ্ধ্ব ছিল, সে দোলা প্রবল।
আপনি দুলিয়া গেল, সেই মহাবল॥
কি আশ্চর্য্য! করে ছিল, দোলার ব্যাপার।
হবে না হবে না বুঝি, দেখিব না আর?
রূপডেন্‌সী অশ্বনাচ, পরম সুন্দর।
টিকিট কিনিতে কেহ, হওনা কাতর॥
ইংরাজ কেমন লোক, ভাব মনে মনে।
কতই দেখিবে সবে, ইংরাজ কল্যাণে॥

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।

ময়দার কল বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ওহে ! ওহে ! কৃত্তিবাস, ছিল যদি অভিলাষ,
মানব করিতে তব ইচ্ছা।
কর কেন পরাধীন ? ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ,
অনিত্য ভাবি হে ! কেন মিছা ?
পরাধীনে নাহি সুখ, তাহাতেই অতি দুঃখ,
পরাধীন নাহি যেন হই।
স্বাধীনত্ব দাও তুমি, চরিতার্থ হই আমি,
সর্ব্বদাই তবগুণ গাই॥
দাও যে প্রকারে হয়, গোলাম না হতে হয়,
এই বুদ্ধি দাও গুণময়।
বিনয় করিয়ে বলি, আর করি কৃতাঞ্জলি,
স্বাধীন করহে সর্ব্বময়॥
দাও কিছু বুদ্ধি বল, যাতে পারি করতে কল,
বিফলেতে যায় হে জনম।
ইংরাজের মনঃ বুদ্ধি, দিয়াছো হে ! ভাল বুদ্ধি,
নানা কল করে মনো রম্॥
দেখ ময়দার কল, বর্ণিতে না হয় কল,
ঐ একটা প্রকাণ্ড দেখনা।
কত শত কল করে, দেয়ালেতে চাকা ঘুরে ;
দিব কিসে কলের তুলনা॥

কলের মধ্যেতে চালি, দেয় সব গোমগুলি,
ভাঙ্গি গোম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয়।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ময়দা হয় উৎপন্ন,
ভাল মন্দ বাজারে বিকায়॥
যাঁতা প্রায় উঠে গেছে, কোথাও কোথাও আছে,
আছে মাত্র সাজান দোকান।
কলের ময়দা বেচে, যাঁতা কেবল খাড়া আছে,
দোকানির সে একটা মান॥

চতুর্দশ প্রস্তাব।

বিলাতি সূতা বর্ণন।

পয়ার।

পরম পুরুষ তুমি, পরম ঈশ্বর।
পবিত্র কর হে প্রভো, এই কলেবর॥
পাপে পরি পূর্ণ হলো, মদীয় শরীর।
সদা উচাটন মন, নাহি হয় স্থির॥
কোথা যাবো কি করিব, ভাবি হে বিশেষ।
দন্ত হীন লোল মাংস, হইল হে শেষ॥
দেহ মধ্যে আছো তুমি, জানিতে না পারি।
কুবুদ্ধি কেন হে দাও; তাই ভেবে মরি।
পরকাল পরম তত্ত্ব, কিছু ভাবি নাই।
লোভেতে আকীর্ণ তনু, ইচ্ছামত খাই॥

লোভ ক্ষোভ অতি পাপ, রিপুর মধ্যম।
লোভেতে কুকার্য্য করি, হই হে! অধম॥
সংসার ভাবনা আমি, ভাবি অনিবার।
অবশেষে কি রূপেতে, হবে হে! নিস্তার॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু, কুলাতে না পারি।
বাঙ্গালি কে দাও বুদ্ধি, ভেবে কল করি॥
সাহেবেরা করে কল, দৃষ্টি আছে তব।
কলে উপার্জ্জন করে, কতই বিভব॥
বাউড়েতে আছে কল, সূতা হয় কত।
ঘুশুড়িতে হলো কল, আর হবে কত।
বর্ণিতে না পারি আমি, এ কলের সৃষ্টি।
ঈশ্বর কৃপায় করে, আছে তাঁর দৃষ্টি॥
বুঝিতে পারি না কিছু, বুঝিতে পারি না।
কার সঙ্গে করে যোগ, আছে কত টানা॥
যে করেছে কল সব, সেই বড় যোগী।
নয়নে ধরে না জল, কাঁদি তাঁর লাগি॥
আগুন জলের তেজে, চলিতেছে বটে।
কেমনে বুঝিব ইহা, বুদ্ধি নাই ঘটে॥
কত স্থানে কত চাকা, ঘুরে দেখ দেখি?
কলের বাহার দেখে, জুড়াইল আঁখি?
লোহার গঠন কিবা, লোহার গঠন।
মাজিয়া ঘসিয়া সব, করিবে চিকণ॥
কতই করেছে বুদ্ধি, দেখনা ঐ কলে।
চামড়ায় যোতা আছে, চরঁরিতে চলে॥

ঘুরে ফিরে সব কল, লক্ষ নাহি হয়।
পাটে তুলা মিশাইয়া, হয় সূতা ময় ॥
বিলাত হইতে কত, আসিতেছে সূতা।
এখানে সেখানে সূতা, হয় মন পূতা ॥
মিহি, মোটা, সরু, সূতা, ত্রিবিধ প্রকার ;
বিকায় সহরে আসি, গাঁট গাঁট তার ॥
তাঁতির ঘরেতে নাই, সূতার ভাবনা।
চর্‌কা উঠিয়া গেছে, দেখ না দেখ না !
আস্‌নার টেকো ছিল, এ মহীমণ্ডলে।
সব গিয়া লুপ্ত হলো, ইংরাজের কলে ॥
অবলার দুঃখ গেছে, কাট্‌না ছাড়িয়া।
কলের কাপড় পরে, বেড়ায় হাসিয়া ॥
দশ-হাতি ধুতির দাম, যোড়া দেড় টাকা।
ইংরাজ কল্যাণে থাক, নয় মন রাখা ॥
দেখ দিদি ! বস্ত্রখানি, বার আনা দাম।
কলেতে করেছে দেখ ? ইংরাজ সুঠাম।
দশ হাত লম্বা এই, বস্ত্র-পরিধান।
প্রশস্ত আড়াই হাত, কাপড় প্রমাণ ॥
এমন, কাপড় কভু ; এখানেতে হয় ?
তিন টাকা দাম তার, তাঁতিগণ কয় ॥
তাও যদি পাওয়া যায়, হাতে কিছু কম।
এ কাপড় দেখ দেখি ? কত মনোরম ?
আশীস্‌ করহ সবে, ইংরাজ রাজায়।
কত কাব্য দেখাইছে মরি হায় হায় !

এই বলি, সুবদনী—হাসি হাসি যায় ।
যারে পায় সম্মুখেতে, কাপড় দেখায় ॥
কাপড়ের গুণ কব, বাজার বর্ণনে ।
উদয় হইবে যাহা, অজ্ঞানের মনে ॥
ঘুসড়ির কলে সূতা, বস্ত্র হইতেছে ।
অল্পদামে পায় সবে, আনন্দ বেড়েছে ॥
পাট, তূলা, এক ভাবে ; মিলিছে ভাবেতে ।
মনের আহ্লাদ কত, দেখ ! এজগতে ?
দশ আনা পাটের মোন, ছিল হে এখানে ।
পাঁচ, ছয় টাকা মোন, বিলাতের টানে ॥
পাটের গুমোর কর, পাটের গুমোর ।
বিলাতে চলেছে কত, নাহিক সুমার* ॥
এখানে সেখানে পাট, হলো প্রয়োজন ।
পাটের কিঞ্চিৎ অংশ, ফেলে না এখন ॥
দিতো ফেলে গোড়া কাটা, ছুঁত-না ছুঁত-না ।
ছিল রে মোনের দাম, হদ্দ এক আনা ॥
এখানে বেড়েছে কত, বিক্রী ভাল দরে ।
করেছে চটের কল, বরাহ নগরে ॥
দিচ্ছে পাট হচ্ছে চট, থানের চিকণ ।
গোড়া কাটা চট মোটা, হয় তো এখন ॥
গণিতে না পারি গণি, হয় অগণন ।
দেখ রে ! দেখ রে ! মন, একল কেমন ?

* সুমার—অর্থ সংখ্যা ।

আগুনের তেজে আর, জলের কল্যাণে।
ইংরাজে করেছে কল, যে খানে সে খানে॥
যে খানে যা করে হয়, তাই মনোহর।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কলের ভিতর॥
সর্ব্বদা কলের গুণ, বাখানিব কত।
ইংরাজ বুদ্ধিতে হয়, সব মনোমত॥
গঙ্গার ভুধারি তাঁত, ছিল সারি সারি।
পল্লীগ্রামে ছিল কত, চটের ব্যাপারী॥
ঘরে ঘরে তাঁত ছিল, আর বেটে কাটা।
সে কল উঠিয়া গেছে, চুকে গেছে নেটা॥
বাঁশ চেরা ভুই ফাঁকে, নলি লাগাইয়া।
ঘুরাইয়া দড়ি দিত, টানিত বসিয়া॥
এক জন কল টানে, আর জন কাটে।
টাকায় ছ, গণ্ডা পাতা, বিকাইত হাটে॥
বেটে বেচে হতো টাকা, ঘরেতে বসিয়া।
কল করে সাহেবেরা, নিল ভোকা দিয়া॥
কল করে কলে নিল, চটের ব্যাপার।
বেটে চটে পল্লীগ্রামে, কিছু নাই আর॥
উঠেগেল চট দড়ি, চাসে দিল মন।
পাট চাষ করে তারা, দেখ! অগণন॥
দর ভাল আছে পাটে, বিলাতের গুণে।
বেচিছে মনের সুখে, ইংরাজ কল্যাণে॥

পঞ্চদশ প্রস্তাব।

শুরকির কল বর্ণন।

পয়ার।

কি আশ্চর্য্য! তব কীর্ত্তি, কে বুঝিতে পারে?
যক্ষঃ, রক্ষঃ সুরাসুর, তব নাম স্মরে॥
মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, আদি দিবাকর।
ভক্তি ভাবে, সবে; মাগিতেছে বর॥
তব, পদাম্বুজে প্রভো? যার থাকে মন।
পদাশ্রয় দাও তারে, রাখ সর্ব্ব ক্ষণ॥
পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি, তোমার কৃপাতে।
মহাবল বান হস্তী, ফেল হে! পঙ্কেতে॥
সকলি করিতে পার, ওহে! দয়াময়।
তব দয়া-বিনে প্রভো! মঙ্গল না হয়॥
মঙ্গল কারণ তুমি, মঙ্গল কারণ।
রাখ, তব পদে বান্ধি, মম মূঢ় মন॥
যতই ভুলিয়া যাই, তাতে ক্ষতি নাই।
তোমার চরণ যেন, ভাবি হে সদাই॥
অতি মূর্খ আছি আমি, তোমার সৃষ্টিতে।
বর্ণবোধ নাহি কিছু, ডাকিব কি মতে॥
পণ্ডিতেরা কত নাম, জানে হে তোমার।
কত স্তব করে তারা, ডাকে অনিবার॥
দেহ শুদ্ধি মন সুদ্ধি, নিরন্তর ডাকে।
উচ্চারিতে নাহি পারি, পড়িয়ে বিপাকে॥

কি হইবে ? কোথা যাব ? হইতেছে শেষ,
ষড় রিপু মিত্র ভাবে, ভাবায় বিশেষ ॥
চরম সময় তারা, পলাইবে সব ;
ধূলিসাৎ হবে দেহ, ত্যজিয়া বিভব ॥
এখন ও বলি রে মন, সাবধান হও ;
অহঙ্কার ত্যজি সদা, শান্ত মূর্ত্তি রও ॥
সৎপথে থেকে কর, ধন উপার্জ্জন ।
বাণিজ্য বা কৃষিকর্ম্মে, হইবেক ধন ॥
ছাড় ছাড় দাস্য বৃত্তি, হও রে স্বাধীন ।
ইহ পরকাল রবে, যাবে পরাধীন ॥
জানিতে পদার্থ চয়, ভাব অনিবার ।
তাহাতে ফলিবে ফল, হবে উপকার ॥
কৌশলে করিয়ে কল, দেশে প্রকাশিয়া ।
চির কীর্ত্তি রবে তব, দেখ হে ! ভাবিয়া ॥
যশঃ কীর্ত্তি রাখ তব, হইবেক ধন ।
ইংরাজের মত সবে, কলে দাও মন ॥
শুরকি ইসকুরু কল, কাষ্ঠ কাটা কল ।
কলেতে চালায় সব, ইংরাজের কল ॥
গাঁটি বান্ধ শত শত, ইশকুরু হাউসে ।
না থাকিলে ঐ কল, গাঁট হতো কিসে ?
চৌমোনি পাটের গাঁটি, ছোট হয় হদ্দ ।
না থাকিলে ঐ কল, করে কার সাধ্য ॥
চারি মোন পাট হয়, অতি স্তূপাকার ।
ইস্কুরু কলেতে বান্ধি, করে ক্ষুদ্রাকার ॥

গাঁটি বন্ধি করি তবে, জাহাজে উঠায়।
জাহাজেতে অল্প স্থানে, যথেষ্টই রয়॥
ইস্কুরু হইলে গিয়া, কর নিরীক্ষণ।
পাট তুলা আদি গাঁটি, হয় অগণন॥
কলেতে শুরকি হয়, কলে কাষ্ঠ চেরে।
কলেতে অনেক কার্য্য, সাহেবেরা করে॥
কলে হয় কাঁচা ইট, বড়ই আশ্চর্য্য।
ধন্য ধন্য বুদ্ধি বল, সাহেবের কার্য্য॥

—:০:—

ষষ্ঠদশ প্রস্তাব।

এসিয়াটিক্ সোসাইটি।

পয়ার।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, তুমি হে ঈশ্বর।
তাপিত, পতিত জনে; তারো গুণাকর॥
অনিবার ডাকি সখা! তরিতে আমায়।
গতি মুক্তি প্রদায়ক, তুমি দয়াময়॥
সৃষ্টির কারণ তুমি, সৃষ্টির কারণ।
তব পদাম্বুজে যেন, রয় মম মন॥
চঞ্চল মনের গতি, স্থির নাহি হয়।
তব পদে, বান্ধি রাখ, রাখ গুণময়!
ইংরাজে দিয়াছো বুদ্ধি, বসিয়া বিরলে।
দেখায় আশ্চর্য্য সব, মন যায় ভুলে॥

এসিয়াটিক্ সোসাইটি, ইংরাজ টোলায়।
দেবতার স্থষ্টি বুঝি, থুয়েছে তাহায় ॥
মরা জন্তু রাখিয়াছে, হাজার হাজার।
বর্ণিতে না পারি আমি, কি নাম তাহার ॥
কিছু বুদ্ধি নাই ঘটে, কিছু বুদ্ধি নাই।
ঈশ্বরের স্থষ্টি মধ্যে, কিছু দেখি নাই ॥
কেন জন্ম হয়ে ছিল, কেনই বা আছি।
বুদ্ধি শূন্য এই দেহ, মরে গেলে বাঁচি ॥
অবনী মধ্যেতে আসি, কিছুই না হলো।
ইহ লোকে স্থখ নাই, পরকাল গেল ॥
জ্ঞান, বিদ্যা-হীন হলে, জগতে মানে না।
ঘৃণাস্পদ হয়ে থাকে, দেখ-না দেখ না?
না চিন্তিয়ে হরি-পদ, বৃথা দিন যায়।
শেষে আমি যাবো কোথা? কি হবে উপায়?
বালক কালেতে খেলা; করিছি হে কত?
যৌবনেতে রিপুচয়ে, মজি অবিরত ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ত, অহঙ্কারে।
ক্রমে ক্রমে আসি সব, শরীরেতে ঘেরে ॥
কাম রিপু ভয়ঙ্কর, সকলের শ্রেষ্ঠ।
যদি করে বাড়া বাড়ি, তবে হয় কষ্ট ॥
কামের কনিষ্ঠ হয়, ওরা পঞ্চ জন।
দাদার সঙ্গেতে তারা, ফিরে অনুক্ষণ ॥
কাম যদি দয়া করি, আসেন শরীরে।
পরে পরে কনিষ্ঠেরা, আসে ধীরে ধীরে ॥

ছ-জন একত্র যুটে, করে বাড়া বাড়ি ।
লজ্জায় পলান লক্ষ্মী, লয়ে ধন কড়ি ॥
কামের বনিতা হয়, অলক্ষ্মীর বেশ ।
ধন, মান, নষ্ট করে, ছাড়ায় স্বদেশ ॥
বুঝিয়া চলরে মন! তোরে বলি ভাই ।
অল্পে অল্পে লিখিলাম, আর কায নাই ॥
কখন-তো গেলি নারে, দেশ পর্য্যটনে ।
ও সব জন্তুর নাম, জানিবি কেমনে?
ইংরাজে এনেছে সব, নানা দেশ ভ্রমী ।
যে নাম জানহ বল, মনে মনে গণি ॥
জীবিত জন্তুর প্রায়, মরা জন্তু আছে ।
যাহা জানি বলি তার, মধ্যে বেছে বেছে ॥
সিংহ দেখ এই দিকে, ব্যাঘ্র তার কাছে ।
কে বলিবে মরা উহা, ঠিক বেঁচে আছে ॥
বড় বড় শার্দ্দূল কিবা, দেখ ভয়ঙ্কর ।
চিতি ছেনা আর কত, তাহার ভিতর ॥
নেকৃড়িয়া ব্যাঘ্র আছে, দেখ সেই খানে ।
নানা বিধ জন্তু আছে, বাখানি কেমনে ॥
বড় বড় সর্প আছে, বৃহৎ কুকুর ।
দেখিলে আনন্দ হবে, যাও হে চত্তর ॥
বিলাতি কুকুর নানা, জাতি অগণন ।
দেখিলে হরিষ হবে, ভুলিবেক মনঃ ॥
হরিণ কতই আর, গাভি আছে কত ।
গৃধ্রুক শূকর গাধা, আছে নানা মত ॥

হস্তীর আকার আর, ঘোড়ার আকার।
চর্ম্ম মাত্র সবে আছে, মাংস নাহি তার॥
মনুষ্য আকৃতি আছে, ভল্লূক গণ্ডার।
ক্রমেতে দেখহ গিয়া, কত কব তার॥
খেক্‌সিয়াল রাখিয়াছে, শশক সজারু!
দেখিলে ভুলিয়া যাই, অতি সে সুচারু॥
বানর বানরী আর, আছে হনূমান।
জীবিত রহেছে ঠিক্, হয় অনুমান॥
বলদ এঁড়িয়া সব, আছে দাঁড়াইয়া।
বিড়াল খর্‌গস্ কত, না পাই ভাবিয়া॥
মহিষ গাড়ল আছে, ছাগ নানা জাতি।
স্থানে স্থানে আছে সব, শ্রেণীবদ্ধে অতি॥
ইন্দুঁর এনেছে কত, নানা দেশ ভ্রমি।
বন্য জন্তু আছে কিবা, নাহি জানি আমি॥
জলচর মধ্যে আছে, বৃহৎ কুম্ভীর।
নামটি বলিবা মাত্র, কাঁপিল শরীর॥
নানাবিধ মৎস্য আছে, শুশুক হাঙ্গর।
সংখ্যা নাহি হয় তার, কত জল চর॥
পক্ষী আছে নানাবিধ, নানা রঙ্গে শোভে।
দেখিয়া আহ্লাদে ভাসি, কতই কহিবে॥
হাড়গেলে গাঁম খেলে, বক আছে তায়।
নানা বিধ হংস আছে, মরি হায়! হায়!
ময়ূর ময়ূরী আর, আছে টিয়াপাখী।
পাহাড়িয়া পক্ষী হেরে জুড়াইবে আঁখি॥

হিরে মোহন, ময়না, কাকাতুয়া, কত।
যাও, তথা দেখ ! গিয়া, পক্ষী শত শত ॥
চড়ুই বাবুই ফিঁঙা, বুল বুলি কত।
টুনটুনি, দোয়েলিয়া, শাল্কী মনোমত ॥
কাদা-খোঁচা কবুতর, পেচা নানাবিধ।
হেরিলে হরিষ হই, পূরে মনঃ সাধ ॥
বৌকথা—ক, গাংশাল্কী, বেনে বৌ সারস।
মোহিত করেছে মনঃ, দেখিয়া বায়স ॥
পাহাড়ের পক্ষী কত, আর জল চর।
পিপীলিকা পোকা আছে, কতই বাহার ॥
সিংহ, ব্যাঘ্র যুদ্ধ করে, অতি চমৎকার।
যাও, যাও, দেখ ! গিয়া, বলি বার বার ॥
মৎস্যের কণ্টক আছে, বৃহৎ আকার।
ইমারৎ কর যদি, কড়ি হয় তার ॥
টিক টিকি গির্গিটেও, বিছা, বেঙ্ কত।
প্রস্তর-মুরদ আছে, দেখ ! শত শত ॥
ঝিনুক্ শামুক গেঁড়ি, সমুদ্রের ফেণা।
কতই রেখেছে সব, দেখ-না ! দেখ-না !
বলিতে না পারি আমি, বলিতে না পারি !
ইংরাজ কল্যাণে হয়, যাই বলি হারি !
বাটী খানি দেখ ! গিয়া, অতি মনোহর।
এই সব কীর্ত্তি আছে, ঘরের ভিতর ॥
এক তলা দ্বিতলাতে, আছে সব গুলি।
যাও-যাও-দেখ ! গিয়া, যাবে মনঃ ভুলি ॥

ঐ সকল কাণ্ড কীর্ত্তি, ছিল না এখানে।
কতই দেখালে আনি, ইংরাজ কল্যাণে॥

সপ্তদশ প্রস্তাব।

বিলাতি দেশেলাই ও সূচ্ বর্ণন

পয়ার।

আনন্দ কানন এই, জগদীশ! তব।
ভূচর খেচর জল—চর চরে সব॥
নদ, নদী, গিরিগুহা, উদ্যান সুন্দর।
চারি ধারে জলনিধি, অতি ভয়ঙ্কর॥
বিপিন মধ্যেতে হেরি, নানা পুষ্পচয়।
গন্ধের স্বরূপ পুষ্পে, তুমি হে উদয়॥
জীবের মধ্যেতে হেরি; শব্দ ব্রহ্মময়।
স্থাবর জঙ্গম আদি, —তদীয় কৃপায়॥
রবি, শশী নব ঘন, নক্ষত্র উদয়।
মরি-মরি! ওহে প্রভো! তব কলে হয়॥
তদীয় কলের তুল্য, কোন কল নয়।
কলেতে ঘুরাও তুমি, এই সৃষ্টি ময়॥
কি আশ্চর্য্য! তব, কল—বুঝা নাহি যায়।
ধারাবাহী চলিতেছে, নাহি তার ক্ষয়॥
কলেতে ঘুরিছে জীব, কলে আসে যায়।
সকলি কলের কাণ্ড, হের! গুণ ময়?

জীবিত কলের কাণ্ড, ঈশ্বরের সৃষ্টি।
যে করে অনিত্য কল, তারে তাঁর দৃষ্টি॥
পুণ্যবান হয় যেই, সেই করে কল।
ধরণী মণ্ডলে তার, জনম সফল॥
সাধারণ উপকারে, কর হে! প্রবৃত্তি।
করিয়া কলের কাণ্ড, রাখ রাখ কীর্ত্তি॥
নাম যশঃ, ধন, হবে, হবে বড় সুখী।
হেরিলে হরিষ হবে, জুড়াইবে আঁখি॥
আপন উদর-পূর্ণ, পরিবার সহ।
সকলেই করে থাকে, বাকি নহে কেহ॥
বাঙ্গালি সমাজে হও, মুকুটের প্রায়।
করহ কলের কাণ্ড, রহিবে অক্ষয়॥
জঘন্য সামান্য সূচ্, আর দেশেলাই।
ইথে হবে উপকার, মনে ছিল নাই॥
কলেতে করিয়া উহা, ইংরাজে আনিল।
সাধারণ উপকার, কতই হইল॥
রমণীয় করিয়াছে, অতি সুগঠন।
চিত্ত-হরি লয় যেন, অমূল্য রতন॥
হায় বিধি! তাহারে কি—গঠিলে নির্জ্জনে?
কত বুদ্ধি ধরে সেই, ভাবি মনে মনে?
নল রাজা করেছিল, মন্ত্রে অগ্নি-ময়।
তদপেক্ষা দেশেলাই, ভাল বোধ হয়॥
নিমিষের মধ্যে হের, জ্বলে দেশেলাই।
এমন সুখের দ্রব্য, কভু দেখি নাই॥

কলের সকল দ্রব্য, সুলভেতে পাই।
ইংরাজের গুণ গান, করি হে! সদাই॥
কত পুণ্যবান তারা, কত পুণ্যবান।
ধন উপার্জ্জন করে বাড়াইল মান॥
বিলাত হইতে আসে, কত দেশেলাই।
ও নয় সামান্য কাণ্ড বলি হারি! যাই॥
চমৎকার চমৎকার, বলি বার বার।
কিছুই বলিতে নারি, কত গুণ তার॥
অন্ধকার হরে সেই, অন্ধকার হরে।
সেই বড় সুখী হয়, থাকে যার ঘরে॥
রজনীতে ঘরে যদি, আলো নিবে যায়।
শীঘ্র তাহা জ্বালিবার, ছিল না, উপায়॥
বাটীর মধ্যেতে যদি, অগ্নি না থাকিত।
আলোর কারণে লোকে, বিপদে পড়িত॥
চৌর্য্যভয়, দস্যুভয়, যামিনীতে হয়।
পীড়িত হইতে পারে, আর সর্প ভয়॥
অন্ধকারে থাকি সবে, দেখিতে না পাই।
কেমনে করিব আলো, সদা ভাবি তাই॥
চকমকি ঝাড়ি অগ্রে, শোলাটী ধরাই।
ছোবড়া ধরাতে পারি, কিম্বা টিকা পাই॥
অগ্নির কণিকা যদি, বহু কষ্টে হয়।
কি রূপে জ্বালিব কিছু, না হয় উপায়॥
বিচালি কাপড় ছেঁড়া, পাট থাকে কাছে।
তাহাতে জ্বালিয়া দীপ, তবে প্রাণ বাঁচে॥

ভিজা শোলা হয় যদি, নাহি থাকে ছাই ।
বৃথা হয় ঠোকা ঠুকি, অগ্নি নাহি পাই ॥
পল্লীগ্রামে ছিল দেখ, কতই যন্ত্রণা ।
ঘুচালে সকল জ্বালা, করিয়া মন্ত্রণা ।
আছে বটে এ দেশেতে, দেশী দেশেলাই ।
অগ্নিবিনা ইহাকেও, জ্বালি সাধ্য নাই ॥
কেহ বলে চীন হতে, এসেছে দেকাটী ।
কেহ বলে বিলাতীয়, সব পরিপাটী ॥
যে করেছে ঐ কল, সেই বুদ্ধিমান ।
বুদ্ধির কৌশলে কিবা, করিল সন্ধান ॥
দে কাটীর বাক্স দেখ, অতি সুগঠন ।
তাহাতে রেখেছে কত, দেকাটী রতন ॥
তিন আনা মূল্যে বাক্স, বাজারে বিকায় ।
এক বাক্স কিনিলে তা, ছয় মাহা যায় ॥
এক পেয়ে পাওয়া যায়, মাসেক কুলায় ।
সুন্দর করেছে কাটী, মরি হায় হায় !
দেয়ালে ঘসিয়া জ্বালি, শকের দে কাটী ।
ঘসিলে বাক্সের গায়, জ্বলে পরিপাটী ॥
ইচ্ছা অনুসারে জ্বালি, ইংরাজের জয় ।
আনন্দে ভাসিয়া যাই, হয় অগ্নিময় ॥
নায়ক নায়িকা বলে, হাসিয়া হাসিয়া ।
যে করেচে এই কল, থাকুক বাঁচিয়া ॥
জঘন্য পদার্থে করে, ধন উপার্জ্জন ।
পর উপকার হেতু, ফিরে অনুক্ষণ ॥

সামান্য জিনিসে করে, কত উপকার।
উপকার ধর্ম্ম বড়, জগতের সার॥
ছিল না ছিল না উহা, ছিল না এখানে।
কতই দেখিব আর ও, ইংরাজ কল্যাণে॥

ত্রিপদী।

চল চল দেশেলাই, তোরে লয়ে তীর্থ যাই,
করিবারে তীর্থ পর্য্যটন।
থাক থাক তুমি সঙ্গে, চল যাই রঙ্গে ভঙ্গে,
নানা দেশ করিব ভ্রমণ॥
পথে যদি রাত্রি হয়, কারেও না করি ভয়,
তোমারে সহায় করি যাই।
জ্বালিতে বাতির আলো, উপায় হয়েছো ভাল,
অন্যবিধ পরিশ্রম নাই॥
লয়েছি লান্‌ঠান্‌ বাতি, চলি যাবো সারা রাতি,
বন্ধুবর্গ মিলিয়া সকল।
হইবে আলোক ময়, কিছু নাই রবে ভয়,
বিলম্ব হবে না দণ্ড পল॥
সয়ারি গাড়িতে যাই, নিশিতে আলোক চাই
আলো ভিন্ন উভয় চলে না।
যদি পাই শুক্লপক্ষ, তত্রাপি তব সাপক্ষ
তুমি বিনা রন্ধন চলে না॥

চন্দ্র দীপ্তি শোভা বটে, প্রাত্যহিক নাহি ঘটে
ঘটে বটে মাসে দশ দিন।
মেঘে যদি ঢাকে তায়, হয় না কিছু উপায়,
ভেবে ভেবে তনু হয় ক্ষীণ ॥
পড়িলে ঘোর বিপাকে, শশী যদি মেঘে ঢাকে,
মাঠে পড়ি হয় রে যন্ত্রণা॥
দেখি না কিছু উপায়, সদা করি হায়! হায়!
কিছুতেই হয় না মন্ত্রণা ॥
যদি, থাক সঙ্গে তুমি, ভয় নাহি করি আমি,
নিমিষে আলোক জ্বালি লব।
অন্ধকার বিনাশিবে, মনের আনন্দ হবে,
বন্য জন্তু পলাইবে সব ॥
ওরে! ওরে! দেশেলাই, হেরে বলি-হারি যাই,
বল দেখি? কে তোরে গঠিল?
তোরে স্থজিয়াছে যেই, ধন ধন্য হয় সেই,
অবনীতে সেই মান্য ভাল ॥
যদি যাই জল যানে, তোরে লব প্রাণ পণে,
বাক্স সহ লইব যতনে।
ব্যাগ বা পেঁটরা পূরি, লইব আদর করি,
লব লব তোরে কায় মনে ॥
জল যানে অতি সুখ, পরস্পর দেখি মুখ,
খুসি হই তোমার কল্যাণে।
তোরে লয়ে বাতি জ্বালি, সবে মেলি হাসি খেলি,
আনন্দিত হয় সর্ব্বজনে ॥

গতিকেতে মহাশয়, আলোক নির্ব্বাণ হয়,
তাহে নাহি কিছু ভয় করি।
দেকাটী বাহির করি, বাক্স পার্শ্বে টান মারি,
জ্বালি বাতি আমরি আমরি॥
দেকাটী যাহার সৃষ্টি, ঈশ্বর রাখুন দৃষ্টি,
তাঁর যেন মৃত্যু নাহি হয়।
সাধিল যে এই বৃত্তি, রহিল তাঁহার কীর্ত্তি,
দেকাটী বেপেছে ধরাময়॥
দুই নারী পথে যায়, দুখ সুখ কথা কয়,
বলে দিদি দেখেছো আশ্চর্য্য।
কে আনিল দেশেলাই, মনে মনে ভাবি তাই,
বোধ হয় ইংরাজের কার্য্য॥
দেখ দিদি ভূমণ্ডলে, কতই দেখালে কলে,
উহারাই বড় বুদ্ধিমান।
যে কার্য্য উহারা করে, অন্যর কার সাধ্য পারে,
বাড়ুক বাড়ুক আরো মান॥
দেখ! দিদি সন্ধ্যাকালে, সকলেই দীপ জ্বালে,
হয় তাতে কতই অসুখ।
এক্ষণে গিয়াছে জ্বালা, জুড়াতে আগুন জ্বালা,
দেকাটীতে বাঁচাইল মুখ॥
বাক্স সহ দেশেলাই, তিন্ আনাতে যাহা পাই,
ছয় মাহা কোন জ্বালা নাই।
ঝড় বৃষ্টি হয় যদি, চিন্তা নাহি থাকে দিদি,
সন্ধ্যাকালে দেকাটী জ্বালাই॥

অগ্নি বিনা দেশেলাই, মনের সুখে জ্বালাই,
জ্বালি দিদি! দিবস রজনী।
অগ্নির অভাব নাই, জ্বাল জ্বালি দেশেলাই,
দেখালে ইংরাজ গুণমণি॥
রন্ধন সময়ে ভাল, জ্বালায়ে উনান জ্বাল,
আহা মরি হলো কি সুন্দর?
কখনও দেখিনা যাহা, ইংরাজে দেখালে তাহা,
নানা সুখে করি দিদি ঘর॥
খোকা জাগে তিনবার, ভয় নাহি করি আর,
দেকাটী জ্বালিয়া দীপ জ্বালি।
রাত্রের গরম করা, দুগ্ধ থাকে বাটী ভরা,
চাঁদমুখে দিই তুলি তুলি॥
ভয় করে অন্ধকারে, আলো দেখে খেলা করে,
মনে মনে কত সুখী হই॥
ওলো! ওলো! গঙ্গাজল? মকর কোথায় বল,
তারা কি দেখেছে দেশেলাই?
কোথা গেলি স্বর্ণলতা, এত দিন ছিলি কোথা,?
দেখেছো কি বিলাতি দেকাটী?
চীন, বা বিলাতি হোক্, ইংরাজেরা সুখে রোক্;
এখানে এনেছে পরিপাটী॥
স্বর্ণ বলে তাই দিদি! গুণের লাগিয়া কাঁদি,
ওরা যেন থাকে চির কাল।
ইংরাজ গুণের নিধি, এখানে আনিল বিধি
আর যেন ঘটে না জঞ্জাল॥

দেকাটী পরম ধন, যেন অমূল্য রতন,
আদরের দ্রব্য উহা বটে।
পল্লীগ্রামে রাষ্ট্র আছে, ফিরিওলা ফিরে বেচে,
আর বেচে সব হাটে হাটে ॥
বাক্স সব সারি সারি, বেচিতেছে মনোহারি,
দুই পাই দিলে বাক্‌স পাই।
এক বাক্স দুই পাই, মূল্যে কিনে ভাবি তাই,
কি রূপেতে ঘটিল ইহাই॥
বাক্সটী যে পরিষ্কার, এক আনা মূল্য তার,
অনাসে বিক্রয় হতে পারে।
তার মধ্যে দেশেলাই, কেমনে কিনিতে পাই,
সমুদায় দুই পাই দরে ॥
মরি-মরি! আহা! আহা! কেমনে করিল উহা,
বিলাতে কি সিকি পাই মূল্য?
যে করেছে এই কায, চীন অথবা ইংরাজ,
না হেরি! না হেরি তার তুল্য ॥
ইংরাজে দেখালে যাহা, দেবের দুর্ল্লভ তাহা,
কলেতে করিল কত সৃষ্টি।
আশীর্ব্বাদ কর সবে, সুখেতে থাকুক ভবে,
ইংরাজে রাখুন তিনি দৃষ্টি ॥
আমাদের পুরুষেরা, ঠেকারেতে মরে তারা,
কি গুণে ইংরাজ হতে চায়?
নাহি কিছু দেখি গুণ দাও কপালে আগুন,
স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছামত খায় ॥

দেখ ! দেখ ! দেখ ! দিদি ! ইংরাজ গুণের নিধি
কুড়ি সুচ্ এক পেয়ে পাই।
কেমনে করিল তারা, ভেবে ভেবে হই সারা,
বুদ্ধি হেরে বলি হারি যাই ॥
কে করিল এ ব্যবস্থা, বিলাতে অধিক সস্তা,
তাহাতে ও বহু লভ্য হয়।
সার্থক জনম ধরে, যে বস্তু কলেতে করে,
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ ধরাময় ॥
আমাদের দেশে আছে, হাটে বাজারেতে ব্যাচে,
কামারে-সূচের মুখে ছাই।
এক সূচ অর্দ্ধ পাই, মুল্য বিনে নাহি পাই,
তাহে সূক্ষ্ম হোত না সেলাই ॥
মোটা বস্ত্র মোটা ছুঁই, দরে কার সাধ্য ছুঁই ?
মূল্য কম ছিল না লো ? তার।
বিলাতের সূচ গুলি, মিহি বস্ত্রে বুটি তুলি,
সুখের নাহিক পারাপার ॥
সূচ্ কিনি মনোরঙ্গে, গুটি সুতা, কিনি সঙ্গে,
কিনি লও কারপেট সাজ।
রেসমি সূতা রংদার, ক্রয় করি চমৎ কার,
ওসকল আনিল ইংরাজ ॥
সূচে তোল, নানা ফুল, বিনামা কর বিপুল,
টুপি ব্যাগ বেচহ বাজারে।
সূচ হোল মূলাধার, না থাকিলে সাধ্য কার,
ও সকল করিতে কে পারে ?

দরজি পাইত লাজ, হইত না সূক্ষ্ম কায,
কামারিয়া মোটা মোটা সূচে।
পাকি সূচ কেনে আনে, শ্রম করে প্রাণ পণে ;
সূক্ষ্ম কাযে উপার্জ্জন আছে॥
সূচ আর দেশেলাই, যেন উহার মূল্য নাই,
এখানে তেমতি বোধ হয়।
বিলাতে যাহার কল, সেই কিসে পায় ফল ;
জ্ঞান মনে না হয় উদয়॥
বিলাতে ব্যাপার করে, হউসেতে তার পরে,
তার পর বাজারে ব্যাপার।
এই হলো তিন বার, ফিরি করে তার পর,
মূলফা রাখিল চারি বার॥
সৃজন করিল যারা, কত টাকা পায় তারা,
হউসে অধিক লভ্য চাই।
বাজারে ব্যবসা করে, ফিরিওলা তার পরে,
তবু যেন বিনা মূল্যে পাই॥
কে করিল এই কল, তার জনম সফল,
বর্ণিতে না পারি তারি গুণ।
ধরণী যাবৎ রবে, তার গুণ সবে গাবে,
জগদীশ কল্যাণে রাখুন॥
শুনিলে হে! পরিচয়, কর যাতে কল হয়,
নির্জ্জনে বসিয়া ভাব মনে॥
হইওনা হে! পরাঙ্মুখ, অবশ্য হইবে সুখ,
ধন্য গণিবেক সাধারণে॥

অষ্টাদশ প্রস্তাব।

লোহার কল বর্ণন।

পয়ার।

ভবের কাণ্ডারী হরি, ভবে পার কর কর।
তুমি বিনা গতি নাই, এজগতে আর॥
গতি মুক্তি প্রদায়ক, তুমি গুণ ময়।
তোমার করুণা বিনা, কিছুই না হয়॥
জলে স্থলে রক্ষা পাই, তোমার কৃপাতে।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিছে হরি! তোমার মায়াতে॥
তুমি জ্ঞান! তুমি প্রাণ; তুমি সৃষ্টি ধর?
তদীয় কলেতে সব, ফেরে চরাচর॥
তব, কলে মানষের, সৃষ্টি জন্মে ছিল।
মানবে করেছে কল, অতি সে বিমল॥
মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, করেছো ইংরাজে।
বুদ্ধির সাগর তারা, আছে লোক মাঝে॥
সাহেবের গুণ কত, করিব বর্ণন।
বলিতে পারি না, যদি, বলি অনুক্ষণ॥
মন, তুমি দেখ-দেখি! লোহার কলেতে।
কি সুন্দর চলিতেছে, আগুন জলেতে॥
গ্যাসেতে চলিছে কল, অনেকে তা জানে!
করিবার সাধ্য নাই, করিব কেমনে॥

লোহার গঠন কত, কলেতে হতেছে।
জাহাজ কলের সাজ, সকলি গঠিছে॥
এখানে লোহার কল, কতই বিলাতে।
হতেছে লোহার দ্রব্য, দেখ ! নানা মতে॥
লোহার জাহাজ আর, কাষ্ঠের জাহাজ।
বোট্, ছোট্, যাহা হয়; তার হয় সাজ॥
বোল্ট, কাবিলা, চেইন; নঙ্গর আদি বয়া।
ইচ্ছা হয় লৌহ কলে, কিবা দেখ ! গিয়া॥
কেমনে চলিছে কল, বর্ণিতে না পারি।
কার সঙ্গে কার যোগ, যাই-বলি-হারি !
হতেছে কলের সৃষ্টি, জোসেপের বাড়ী।
করেছে কলের কাণ্ড, ওরা বাড়াবাড়ি॥
বিলাতের কল হতে, আসে কত দ্রব্য।
এখানে কামারে দেখে ? হয় গর্ব্ব খর্ব্ব॥
বাঙ্গালির কার্য্য সব, হয় মোটা মোটা।
বিলাতের সূক্ষ্ম কার্য্য দেখ ! তার ঘটা॥
কামান বরচা খোঁচ্, বন্দুকের সাজ।
যাহার বলেতে রাজ্য, লয়েছে ইংরাজ॥
গোলা গুলি কত হয়, সংখ্যা নাহি তার।
ছোরা ছুরী হয় কত, হয় তরবার॥
কলে গলে ছাঁচে ঢালে, কলে সাপ করে।
কার সাধ্য দ্রব্য দেখে, তার খুঁৎ ধরে॥
কড়া, কাঁটা, চিম্‌টে, তালা, চাবি, সুগঠন।
সিন্দুক বাক্সের কল, হয় অগণন॥

হাঁস্‌কল ডুম্‌নি আর, পেরেক কোদালি।
কতই হতেছে কলে, সাধ্য কি যে বলি ?
লোহার গঠন কিবা, লোহার গঠন।
কতই আনিছে সব, অতি সুচিকণ॥
রজস্ মেকার ছুরী, কাঁচি মনোহর।
সুন্দর গঠন কিবা, পালিশ তাহার॥
বিলাতি লোহার দ্রব্য, রূপা ঝক্‌মারে।
প্রত্যয় না হয় যদি, দেখ হে ! বাজারে॥
বিলাতি লোহার দ্রব্য, দেখে হরে মন।
কতক কলেতে কিছু, হস্তের গঠন॥
হতেছে অস্ত্র সকল, নাম তো জানি না।
ছুতার মিস্ত্রির কাযে, কতই দেখ না॥
করাৎ কাটারি আর, ঘিষকাপ্ রেঁদা।
সকল জানিনা নাম, মনে লাগে ধাঁদা॥
এদেশী লোহার দ্রব্য, বিলাতি গঠন।
উভয় একত্র দেখ ! কিসে টানে মনঃ !
কামারিয়া সুচ্ গুলা, মনেতে ধরে না।
কুৎসিত গঠন তবু, দরেতে আঁটেনা॥
কামারিয়া সরু সুচ্, হাটেতে বিকাত॥
পয়সায় দুটী বই, নাহি পাওয়া যেতো॥
বিলাতি কলের সুচ্, আনে অনিবার।
হউসে বিকায় কত, সংখ্যা নাহি তার॥
সুন্দর গঠন সুচ্, সুন্দর গঠন।
বাজারে বিকায় কত, হয় অগণন।

সূচ্ অল্‌পিন সব, বিলাতের কলে।
কম মূল্যে আনি সব, হাউসেতে তুলে॥
কম মূল্যে বেচে ওরা, কত লাভ করে।
বিলাতে সে ভাগ্য বন্ত, কল যার ঘরে॥
বিলাতের কারি-করে, সবে ধন্য দাও।
আনিয়া এদেশে কিছু, শিক্ষা করি লও॥
মনের আনন্দ হবে, জনম সফল।
হইবে দেশের সুখ, কর যদি কল॥
হয় নাই সব কল, বহু বাকি আছে।
রত্ন ময় অবনীতে, লও বেছে বেছে॥
এক স্থানে সকলেতে, একত্রে থেকো না।
অনর্থক গল্প করে, দিন কাটাইও না॥
নির্জ্জনে বসিয়া সবে, মনেতে ভাব না।
কলেতে চলিছে সব, ভাবিয়া দেখ না॥
খেলা ছাড় শ্রম কর, কর, লেখা পড়া।
স্থানে স্থানে ভাব সবে, হবে খাড়া খাড়া॥
শিক্ষ হে! সকল বিদ্যা, ইচ্ছা যাহা হবে।
ইংরাজ কুটিল নহে, তখনি শিক্ষাবে॥
টাঙাপুল করে ওরা, নদ নদী পরে।
বাঁচিয়া থাকুক্ ওরা, কত হবে পরে॥

ঊনবিংশ প্রস্তাব।

বাজার বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ওহে! ব্রহ্মসনাতন, সাধ্য কি করি বর্ণন?
নিজগুণে কর যদি দয়া।
রাখ! রাখ! রাখ! দৃষ্টি, সকলি তোমার সৃষ্টি,
এজগৎ সব তব মায়া॥
তুমি, ভুবনমোহন; সর্ব্বাগ্রে তব গমন,
তুমি হে ত্রিলোক গুণাধার।
তোমারি রচিত সব, ক্ষুদ্রমুখে কত কব,
ইচ্ছাময় সংসারের সার॥
ইংরাজ গণ্য মান্য, করেছো হে! অগ্রগণ্য,
আর তুমি আশীর্ব্বাদ কর।
এসেছিল এ দেশেতে, দেখিতেছি নানামতে,
কিছু নাই তব অগোচর।
বাজারে বিক্রয় হয়, যত দেখ! দ্রব্য মস্ত;
প্রায় সব সাহেবের কৃত।
আনিতেছে দ্রব্যচয়, মূল্যেতে অধিক নয়;
দ্রব্যগুলি সব মনোমত॥
ইংরাজের* সপ যত, দেখ! কত মনোমত,
দেখিলেই মনঃ ভুলে যায়।

---

*সপ এই কথাটি সর্ব্বত্র প্রায় প্রচলিত হইয়াছে সেইজন্য ইংরাজি সপ (দোকান) নামে ব্যবহৃত হইল।

চল, চল, যাই চল ; দেখিয়া আসিগে চল,
চল হে পাঠক মহাশয় ?
সে হাটের, কিবা শোভা ; জগজন মনোলোভা,
যে যায় অমনি ভুলে যায় ॥
কিবা-বাটী কিবা ঘর, ভুলেন জগদীশ্বর,
এক মুখে বর্ণন না হয় ॥
যাও যাও কলি কাতা, কত দ্রব্য আছে তথা,
নানামত বিলাতি পাইবে।
সপেতে পাইবে যত, সব দ্রব্য মনোমত,
বাজারে ও তৎতুল্য হইবে ॥
হউসেতে কেহ পায়, ইন্‌ডেণ্ট করিয়া লয় ;
উত্তম, উত্তম, দ্রব্য আনে।
একস্‌চেঞ্জ* মিলেনরি, কত আছে সারি-সারি ;
হেরিলে হরিষ হবে মনে ॥
হেমিল্‌টন্ সপে যাও, জহরাৎ কিনে লও,
রূপা সোণার বাসন পাইবে।
হেরিলেই সপ্‌গুলি, যাবে তব মনঃভুলি ;
গেলে মনঃ ফিরাতে নারিবে ॥
হীরক, পান্না, প্রবাল, মতি দেখ ! সুবিমল ;
ঠিক যেন কুবের আলয়।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রাখিয়াছে তন্ন-তন্ন
এক মুখে বর্ণন না হয় ॥

---

* মিলেনরি—ইংরাজি দোকানবিশেষঃ (বিবিদিগের যেস্থানে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পারা যায়।

যত দ্রব্য এলো মনে, লিখিলাম প্রাণ পণে,
শুন, শুন, শুন ! গুণময়।
বালকে জানে না নাম, তাই কিছু লিখিলাম,
পল্লীগ্রামে রাষ্ট্র যদি হয়॥
সহরেতে করি বাস, পূরাও হে ! অভিলাষ,
প্রাত্যহিক কতই দেখিছে।
বাজার সপেতে যায়, হেরি, নয়ন জুড়ায়,
তাহারাই ভাল সুখে আছে॥
সহর হতে অনুমান, আট ক্রোশ ব্যবধান,
তন্মধ্যে যাহারা বাস করে।
অনেকে সহরে যায়, হেরি, বাসনা পুরায় ;
পরস্পর কত গল্প করে॥
ষোল কুড়ি ষাটি ক্রোশে, শত ক্রোশে যারা বৈসে,
প্রায় তারা কিছু দেখে নাই।
বুদ্ধিমান যদি হয়, বুঝিবেক ইসারায়,
বুঝে কিনা বুঝে ভাবি তাই॥
সপের কি শোভা কব, যেন, অতুল বিভব ;
এখানেতে তুলনা না হয়।
শীঘ্র গিয়া সপে হের, জনম সফল কর,
বোধ হয় এই ইন্দ্রালয়॥
লালদীঘীর অতি কাছে, ভাল ভাল সপ আছে,
দ্বিতলা, ত্রিতলা, পুরি যাও।
একতলায় আছে কত, বাজারেতে মনোমত,
মনোমত দ্রব্য কিনে লও॥

টাকা নোট সঙ্গে কর, সহরেতে গাড়ি চড়,
যাও সবে মনের হরিষে।
চিত্ত পুলকিত হবে, মনোমত দ্রব্য পাবে,
লয়ে দ্রব্য খুসী হবে শেষে॥
যে-না দেখে কলিকাতা, তাহার জনম বৃথা,
বিফল সে আঁখি ধরে ছিল।
পল্লীগ্রামে কিছু নাই, আহার করি ঘুমাই;
এই রূপে দিনকেটে গেল॥
তাই বলি মহাশয়! জনম বিফলে যায়,
কিছুই না দেখি এ, নয়নে।
চল চল যাই চল, সহর হেরিগে চল,
ইচ্ছামত দ্রব্য লও কিনে॥
টাকা লও তোড়া তোড়া, অগ্রে কেন গাড়ি ঘোড়া,
তাতে চাপী সহরেতে ফের।
যদি নাহি তাহা পার, উত্তম বসন পর,
কি, পায়ে হাঁটী সর্ব্বত্র ঘোর॥
কিছু টাকা লও সঙ্গে, চলে যাও রঙ্গে ভঙ্গে,
ভাড়াটিয়া গাড়ি কত পাবে।
নানা মত আছে গাড়ি, কোম্পাস্ ফিটন্ জুড়ি,
সাধ্য মতে যাহা ইচ্ছা হবে॥
নানা সপে নানা দ্রব্য, হেরে গর্ব্ব হয় খর্ব্ব,
হেরিয়ে অবাক্ হয়ে রবে।
আছে কত পুত্তলিকা, লিখনে না যায় লেখা,
নানা মত খেলান পাইবে॥

পুতুলের কাণ্ড বলি, টেবিলে রেখেছে তুলি,
ঠিক যেন চাহিয়া রহেছে ।
গঠন কি সুচিকণ, কার বা না হরে মন,
সে চিকণ কিরূপে গঠেছে ॥
বরণ অতি উজ্জ্বল, পোযাক্ দিয়েছে ভাল,
হেরিলেই ভুলিবেক মন ।
শুনি নাই মহাশয় ! রবরে পুতুল হয়,
আছাড়িলে ভাঙ্গেনা কখন ॥
কলে কত রঙ্গ করে, করতাল বাজায় করে,
ঘাড় নাড়ে নাচে রঙ্গ করি ।
পিক্ পিক্ করে শব্দ, হেরিলে হইবে স্তব্ধ,
ভাব, লাব,* দেখে, মরি ! মরি !
কেহ হস্ত তুলি রয়, কোন টা দাড়ি কাঁপায়,
ও সকল কলেতে হতেছে ।
কতই প্রমদা গণে, নাচায় প্রফুল্ল মনে,
কি কৌশলে হাসিছে খেলিছে ?
বন্যজন্তু সুগঠন, হস্তী, অশ্ব, অগণন,
ব্যাঘ্র কুকুর অতীব চিকণ ।
কলেতে চলিয়া যায়, কল গাড়ি আছে তায়,
হেরিলেই হরিবেক মন ॥
পাবে কত বুড়া বুড়ী, বুড়ার পেকেছে দাড়ি,
পক্ক কেশ শোভিছে মস্তকে ।

---

*লাব—(লাবণ্য) পদ্যেতে এই রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

লিখিয়া কহিব কত, পাইবে হে! মনোমত,
দেখ! গিয়া ইচ্ছা যদি থাকে ॥
পুত্তলিকা বেশ, বেশ; আছে কত ফ্লোর্ কেস্;
সোণার বরণ কত আছে।
নাহি তার সমতুল, বস্ত্রকাটা আছে ফুল,
ঠিক্ যেন ফুটিয়া রহেছে ॥
কর দেখি? অনুভব, কি রূপে করেছে সব,
ইংরাজে করেছে অনুপম।
আহা! আহা! মরি! মরি; হের হে! নয়ন ভরি,
সব দ্রব্য অতি মনোরম ॥
নানা মত আছে ঘড়ি, আর নানাবিধ ছড়ি,
চিত্রপট পাইবে তথায়।
রেসমি সূতার বাস, যাহা হয় অভিলাষ,
সুচিকণ যাহা ইচ্ছা হয় ॥
রঙ্গিণ কতই থান, হেরিলে জুড়াবে প্রাণ,
ড্রেস্‌পিস্ থানে ফুল কাটা।
শাদা আর ফুল্‌দার, থানেতে কত বাহার,
দেখ! গিয়া কাপড়ের ঘটা ॥
মক্‌মল সাটিন গাঁজ, গাঁজেতে ফুলের কায,
পায়েনা ফুল অতি পরিপাটী।
ইংরাজি পোষাক্ কত, আছে সব বিধিমত,
আছে কিবা পুল্‌টি ছাল্‌টি ॥
কেম্‌রিক সুচিকণ, লঙ্‌ক্লথ অগণন,
ডিম্‌কি, জীন, সিটন্ সুন্দর।

বুক্ মস্‌লিন আছে, মল্‌মল তারি কাছে,
লেষ্, গোটা, পাইবে বিস্তর॥
সুন্দর গাউন গুলি, রেখেছে শিখেতে তুলি,
আর আছে ফুল কাটা টুপি।
গার্‌টার্ আর ইস্‌টাকিন্, দস্তানা কিবা সৌখিন্,
মূল্য বড় নয় চাপা চাপি॥
সপেতে জিনিস্ হের! যদি পার কিছু কর,
তবে জানি তুমি বুদ্ধিমান্।
কার্‌পেট্ আছে কত, আছে দ্রব্য শত শত,
মূল্য নাহি হয় অনুমান॥
কেলিকো টিকিন কত, সাজায়েছে মনোমত,
নানারঙ্গে রঙ্গিণ বিকায়।
কউচ্ পেটম যত, ছিট গুলি নানামত,
সকলেরি অভিমত হয়॥
বনাৎ বিলাতি শাঁলি, ফিতা ডুরি নীল লাল
জরদ্ রঙ্গের সূতা আছে।
কার্‌পেট বোন যদি, আছে তথা তার বিধি,
লও গিয়া দ্রব্য বেছে বেছে॥
ফেলানেন ফুলদার, মূল্য বেশি নয় তার,
সাদা ফেলানেল কত আছে।
চিরুণ বোদাম লবে, গেলাস্ কেশেতে পাবে,
মণিময় কত দ্রব্য বেছে॥
চম্পক পুষ্প বরণ, আল্‌পাকা অগণন,
লাল নীল রঙ্গিণ সেথান।

র‍্যাপার লহিতে চাহ, সপে মনোমত লহ,
কাশ্‌মিয়ার শীত নিবারণ॥
জুতা আছে চমৎকার; শোভা কি লিখিব তার,
চিকণ বার্ণিশ্‌ করা তায়।
বরণ অতি বিমল, হেরি কাল কত ভাল,
দেখিলেই মনঃ ভুলে যায়॥
বটে, চামেতে গঠিত, হয় অতি মনঃপূত;
রবরের জুতা বহু পাবে।
জুতা গুলি রমণীয়, হয় তাহা মূল্যময়,
ছয় টাকা কমে নাহি হবে॥
প্রতি যোড়া মূল্য যাহা, টিকিটে লিখিয়া তাহা,
রাখিয়াছে টেবিল উপরে।
যোড়া প্রতি দর লেখা, ষোল কুড়ি ত্রিশ টাকা,
বিকাতেছে নানামত দরে॥
গালিচা তুলিচা যত, আছে সপে মনোমত,
মূল্য তার হয় ভারি ভারি।
শতরঞ্চ পাবে সেথা, হইবে হে মনঃ পূতা,
কি চিকণ আমরি! আমরি!
নানামত আছে ঝাড়, ঘষা মাজা সে সুন্দর,
সোণা, রূপা, গিল্‌টি আছে যায়॥
সুন্দর ঝাড়ের শোভা, হয় অতি মনো লোভা,
বেলোয়ারি ডাল দেয়া তায়॥
ঝুলিছে কলম দানা, সুচিকণ মনোরমা!
দেয়ালগিরি আছে নানামত।

বেল গোলক লান্ঠন, হেরিলে হরিষ মনঃ,
গিল্‌টি গলাসি সুশোভিত ॥
পুত্তলিকা ধরে ঝাড়, সে ঝাড়ে কত বাহার,
বসা ঝাড় মূল্য ভারি ভারি।
কি কব সেজের কথা, দেখ! যদি যাও তথা,
সুন্দর হেরিবে সারি সারি ॥
বেলোয়ারি বিলক্ষণ, আছে কত অগণন,
বাসনাদি সুন্দর গেলাস্।
শীঘ্র যাও, বাজারেতে, দেখ! দ্রব্য নানামতে,
দেখিলেই মিটিবেক্ আশ ॥
চীনে বাজারতে যাবে, হাতের লণ্ঠন পাবে,
চৌপেলে গেটের লণ্ঠন।
চীনের পেটরা কত, বিকাইছে নানামত,
নানা দ্রব্য পাবে সুগঠন ॥
কত, আছে আড়গড়া; তাহে পাবে গাড়ি ঘোড়া,
সাজ পাবে ইংরাজ দোকানে।
সপেতে মিলিবে যাহা, বাজারে পাইবে তাহা,
ইচ্ছামত আন সবে কিনে॥
ঘড়ির দোকান আছে, ছবি আছে কাছে কাছে,
আরসি লইতে যাও যদি।
তসবির দোকানে পাবে, মনোমত দ্রব্য হবে,
বেচিছে অনেক নিরবধি ॥
বাজারে খোঙ্গরা পটি, হের গিয়া পরিপাটী,
কতই আশ্চর্য্য হের তায়!

নানা দ্রব্য তথা আছে, ব্যাপারি লোকেতে বেচে,
যাও, যাও, দেখ ! গুণময়
যার যাহা হয় মনঃ, বিকায় ঢাকা পেটম্,
ভাল ভাল কমফর্ট পাইবে।
আছে মশারির থান, কত আছে জামদান,
লেট, গাঁজা যাহা ইচ্ছা হবে॥
লাল কালাপেড়ে ধুতি, উড়ানি চিকণ অতি,
দীর্ঘ, প্রস্থে আছে পরিসর।
মূল্য-তো অধিক নয়, কিনে প্রাণ খুসি হয়,
আহ্লাদ হতেছে পরস্পর॥
ইংরাজের বহুগুণে, কতই এলো এখানে,
বস্ত্রের অভাব কিছু নাই।
পরি,-লম্বা লম্বা ধুতি, মাথায় ইস্‌টিলের ছাতি,
ভাল ভাল উড়ানি উড়াই॥
পিরাণ পরিয়ে অঙ্গে, চলে যাই রঙ্গে ভঙ্গে,
পরস্পর সবে ভব্য হই।
গন্ধ দ্রব্য রুমালেতে, মাখি রাখি পকেটেতে,
যথা ইচ্ছা তথা চলি যাই॥
বসন অতি উত্তম, সকলের মনোরম,
স্ত্রীলোকের কতই আহ্লাদ।
অল্পদামে ভাল পাই, সকলেতে পরি তাই,
ইংরাজের করি আশীর্ব্বাদ॥
সিটিনে জাজিম্ করি, বসি গিয়া তদুপরি,
খণ্ড, খণ্ড, কতই চাদর।

কতই কাপড় আর, জানি-না-তো নাম তার,
যাহা দেখি অতি চমৎকার ॥
চাদর হতেছে জীনে, তাবুর কারণ কেনে,
জাহাজের পালি কত হয়।
কলেতেই হয় সব, কর সবে অনুভব,
ইংরাজ কতই গুণময়।

পয়ার।

বিধবা সধবা নারী, একত্রিত হয়।
কলের বসন পরি, পরস্পর কয় ॥
ভাগ্যে দিদি! সাহেব, এদেশে আসিল।
বসনের দুঃখ সব, একেবারে গেল ॥
আট আনা দামে হয়, দশহাতি ভুনি।
বার আনা দামে দশ, হাতি ধুতি কিনি ॥
যোড়া যোড়া পর-পরি, নাহিতো অভাব।
ব্যবসাদারের ইথে, কিছু আছে লাভ ॥
আট পুনে থান কিনি, ছয় টাকা দরে।
কতই হইবে সুখ, দেখ! পরে পরে ॥
কাপড়ের নাহি দুঃখ, নাহি কিছু দুঃখ।
ইংরাজ কল্যাণে দিদি! হল কত সুখ ॥
থান গুলিন ছিঁড়য়া বালিসে ওয়াড় করি।
চাদরের জন্য কিছু ছিঁড়ে লই তারি ॥
ধপ্ ধপ্ করে দিদি! বালিস্ বিছানা।
ইংরাজ কল্যাণে থাক, পূরাবে বাসনা ॥

দুই, তিন, টাকা দামে, থানের মশারি।
খরিদ্ করিয়া সবে, সুখে ঘর করি॥
কত উপকার ইহা, কত উপকার।
তুলা পাটে বস্ত্র করে, কার সাধ্য আর?
অবনী মণ্ডলে লোকে, কত খুসী আছে।
পরিয়া কলের বস্ত্র, আশীষ করিছে॥
পরি, ছিঁড়ি ফেলি দিই; গরিব কাঙ্গালে।
কি সুখ ছিল গো দিদি! বল-তো সে কালে?
চরকা আস্না কেটে নড়া ছিঁড়ে যেতো।
সারা দিন কেটে সূতা, কারি-বা কুলাতো॥
তাঁতি, মুচি, যোলা, যুগি, মাসেকে বুনিত।
বসনের দুঃখে প্রাণ, কি-রূপে বাঁচিত॥
সাহেবেরা যদি দিদি! দেশে না আসিত।
বসন কারণ সেই, দুঃখটী থাকিত॥
ছেলেরা ইংরাজি পড়ে, বুদ্ধিমাত্র নাই।
ইংরাজ সাজিয়া করে, কতই বড়াই॥
ইংরাজের ধারা কিছু, নাহি ধরে তারা।
বাঁকা বাঁকা চলে তারা, দেখে হই সারা॥
ইস্টাকিন্ বুট যদি, বহু মূল্য হয়।
তবেই সাহেব হওয়া, প্রায় ঘুচে যায়॥
দর্পচূর্ণ হেতু ওরা, আছে ভূমণ্ডলে।
তারাই জগৎ ধন্য, দেখ হে! সকলে॥

লঘু-ত্রিপদী ।

কাষ্ঠের গঠন, অতি সুচিকণ,
মনুষ্যের মনোহরে ।
সিন্দুক সুন্দর, বাক্স মনোহর,
আছে বাজার ভিতরে ॥
দাঁড় ডেক্স কত, বেচে অবিরত,
নিয়ত সকলে কেনে ।
কউচ কেদারা, খাটে রেল মারা,
বিকায় কত দোকানে ॥
হস্তির গঠন, সে মনোরঞ্জন,
কাষ্ঠে কি চিকণ হয় ?
টেবিল বিস্তর, কত কব তার,
আলমারি মূল্যময় ॥
বেন্‌চ ক্ষুদ্র চৌকি, বর্ণন করিব কি ?
হেরিলে আঁখি জুড়ায় ।
বার্ণিস্ যে তায়, মুখ দেখা যায়,
হেরিলে হরিষ হয় ॥
কউচেতে ছিট, আঁটা, আছে ফিট্,
বাক্সতে সাটিন আঁটা ।
ভিতরে দ্বিতলা, কোন বাক্স খোলা,
গঠন সুন্দর, মাঠা ॥
সুন্দর এমন, দেখিনে কখন,
সাহেবে আনে সকল ।

আছে নানা মত, কাষ্ঠেতে নির্ম্মিত,
কতই লিখিব বল ॥
দেখ ! মনে রঙ্গে, কউছ পালঙ্গে,
বাগ থাবা তার পায়া ।
এনেছে এখানে, সাহেব কল্যাণে,
ঈশ্বর করুণ দয়া ॥
লৌহ দ্রব্য কত, আছে নানা মত ;
বড় বাজারের চকে ।
খুর কাঁচি ছুরী, মূল্য ভারি ভারি ;
রূপার মত ঝকে ॥
কত, চাবি, তালা ; নাহি যায় বলা,
লৌহ দ্রব্য অগণন ।
রজস মেকার, তার বহু দর,
দেখিলে হরয়ে মনঃ ॥
কতই বা কব, হের গিয়া সব,
লোহাতে জিনিস্ কত ;
যাহা ইচ্ছা হবে, তখনি পাইবে,
হইবে মনের মত ॥
পিতলের সাজ, এনেছে ইংরাজ,
সোণার গঠন প্রায় ।
হের হে ! হাতল, আর বাক্সের কল,
হেরিলে আনন্দ হয় ॥
সোণা ঝক্ মারে, ছিটকিনী বাহারে,
হের সিন্দুকের কল ।

পাবে নানা মত, কবজা শত শত,
আছে উত্তম বিমল ॥
হুইলের শোভা, হয় মনো লোভা,
গঠন চিকণ তার ।
পিতলের তার, শীতারের তার,
তানপূরা আছে যার ॥
কেনে অনিবার, বাজে সেই তার,
গুণীজন হস্তে বাজে ।
হয় সেই তার, অতি চমৎকার,
বীণা যন্ত্রে ভাল বাজে ॥
উত্তম বিমল, ঘটেছে পিতল,
কত দ্রব্য আছে ভাল ।
নাম নাহি জানি, কিরূপে বাখানি,
বাজারে দেখ ! সকল ॥
লাল মেজেণ্ডার, কি বাহার তার,
সে রং আঁখিতে না ধরে ।
জরদ গিরিণ, চিকণ বরণ,
কেনো হে ! দেখি বাজারে ॥
পেইন্ট করহ, তাই খুজে লহ,
চিত্র পুত্তলিকা লেখ !
রং বাক্স পাবে, মনোমত হবে,
তুলীতে লিখিতে দেখ !
আরো আছে যত, লিখিব বা কত,
পুস্তক বাড়িয়া যায় ।

ভ্রম, অবিরত, দেখ! নানা মত,
হউক ইংরাজ জয়॥

বিংশ প্রস্তাব।

বাঙ্গালা দেশের কতিপয় কল বর্ণন ও হিতোপদেশ।

পয়ার।

সকলি করে কাণ্ড, ঈশ্বরের কল।
কলেতে ঘুরিছে সব, মানবের কল॥
করিতে কলের কাণ্ড, যুক্তি কর সার।
জগদীশ দিয়াছেন, মানবের কর॥
করে,-করে; সব কল; বুদ্ধি মিশাইয়া।
কর-বুদ্ধি দিয়া করে, পদার্থ লইয়া॥
চাসের লাঙ্গল কল, তাতে হয় চাস।
চাসেতে ফসল হয়, খায় বার মাস॥
কাস্তে, ফোঁড়, বিদে, মই, কোদালি সে সঙ্গ।
চাসিতে করিছে চাস, করি কত রঙ্গ॥
লাঙ্গলের কল কাণ্ড, কিঞ্চিৎ বাখানি।
যার গুণে চাস হয়, বাঁচে সব প্রাণী॥
মূড়া, মুটে, জোয়ালের, কাষ্ঠেতে নির্ম্মিত॥
তাল বৃক্ষ কাটি করে, ইস্ লাগে যত॥

জোয়ালে আঁউং বাঁধে, তাল কেটে হয়।
হেরিয়ে লাঙ্গল কল, বুঝ মহাশয়!
লোহায় গঠন হয় লাঙ্গলের ফাল।
এই মত এদেশেতে, চলে চিরকাল॥
আঁকুড়া বাঁশের ডগা, কাটি তায় দেয়।
দড়া দড়ি দিয়া বাঁধে, তাতে চাস হয়॥
কামারে করিছে কল, সর্ব্বলোক জানে।
ও কল সামান্য নয়, দেখ! মনে মনে॥
যুগল বলদ এক, কৃষকেতে চাস।
চাসাতে চসিছে ভুমি, মনের উল্লাস॥
গণ্ডি গাছে মাড়ে ইক্ষু, সেই এক কল।
এদেশে চলিছে তাহা, জানে হে! সকল॥
বোটে কলে লুণ হয়, সে তৈলের ঘানি।
যে করেছে ঐ কল, তারে ধন্য মানী॥
ঢেঁকি কলে ধান্য কুটি চালি তাতে হয়।
সকলি কলের কাণ্ড, দেখ! কল ময়॥
খাঁকুই কলেতে হতো, তুলা পরিষ্কার।
কার্পাসের বীচি সব, হতো এক ধার॥
বামহস্তে কার্পাস ঐ, ধরিয়া দিত কলে।
দক্ষিণ করেতে পাক্, দিত নিজ বলে॥
স্ত্রীলোকে করিত সব, কাপড়ের কাণ্ড।
ইংরাজে ঘুচালে দুঃখ, করি কল কাণ্ড॥
তাঁতিতে বুনিছে বস্ত্র, দেখ! তাঁত কলে।
বিনা কল কার সাধ্য, সংসারেতে চলে॥

কুমোরের চাকে হয়, মাটির বাসন।
হাঁড়ি, কুঁড়ি কিনে আনি, করিতে রন্ধন॥
মৎস্য ধরা কত্ত কল, সকল না জানি।
দেখিয়াছি যাহা তার, কিঞ্চিৎ বাখানি॥
হাত সুতা ছিপ্ আর, হুইলের কল।
অনেকেতে ধরে মৎস্য, লইয়া সকল॥
চিতি বাড় হয় দেখ! আড়ার বিধান।
বুদ্ধিমানে করে ছিল, এসব সন্ধান॥
উজন্ ভাটায় মৎস্য, আড়া দিয়া ধরে।
তটেতে আসিছে মৎস্য, সে কলের জোরে॥
জিউনেতে ধরে মৎস্য, আছে কত কল।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া সবে, দেখহ সকল॥
ধীবরের জাল দেখ! কতই প্রকার।
ফুলের বাটীতে কেটি, আছে ঘর ঘর॥
চাবি আর চাটুনি সে, জাল মন্দ নয়।
তাহাতেও ছোট বড়, মৎস্য ধরা যায়॥
খোঁচ, ক্যাঁচা, চৌকি ধরে, কত মৎস্য ধরে।
ও সকল কাণ্ড গুলা, কামারেতে করে॥
যোড়া, যোড়া, বড়শী; যে, ছিপেতে খাটায়।
এখানে কামারে গঠে, বিলাতেও হয়॥
ডোমে করে সিউনি, চালুনি কল বলে।
দেখ! দেখ! ঐ সিউনি, কলে জল তোলে॥
চালুনিতে সব চালে, জানে সর্ব্বজন।
হেসো না, হেসো না, শুনি; কলের বিধান॥

যাঁতায় কলাই ভাঙ্গে, আর ভাঙ্গে গম।
ও কল করেছে দেখ! অতি মনোরম॥
সামান্য সকল কল, এই দেশে আছে।
লইয়া কলের দ্রব্য, খায় পরে বাঁচে॥
বড় লোকে ভাল কল, কৈ করিয়াছিল।
উত্তম কলের কাণ্ড, চিহ্ন নাহি ভাল॥
সামান্য বুদ্ধির ন্যায়, এই সব কল।
সামান্য লোকতে করে, চলে চির কাল॥
তথাপি সে ভাল বটে, হয় উপকার।
কলের তুলনা কিছু, দেখি নাহি আর॥
কর, কর, কল কাণ্ড, অলস করো না।
করে কল, রাখ কীর্ত্তি, রাখ হে ঘোষণা॥
কলে হবে কত শত, অর্থ উপার্জ্জন।
আহ্লাদিত হবে তুমি, খুসি রবে মন॥
জগতের মধ্যে তুমি, গণ্য মান্য হবে।
ধরণী মণ্ডলে তব, কীর্ত্তি কল রবে॥
সাধারণ উপকার, কল কাণ্ডে হয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কল, কর মহাশয়!
ইংরাজে করেছে কত, বড় বড় কল॥
বিস্তারিয়া ক্রমে ক্রমে, লিখেছি সকল॥
অন্ন বস্ত্র আবশ্যক, মানব শরীরে।
ইংরাজে দিলেক বস্ত্র, কল ছল করে॥
কত উপকার হলো, কত উপকার!
ধরণীমণ্ডলে বাড়া, হবে না হে! আর॥

কলের কাপড় সূতা, জগতে ব্যাপিছে।
অবনীতে সব লোক, ভাল খুসি আছে॥
বুদ্ধির তুলনা নাহি, বুদ্ধির তুলনা।
ইংরাজ হইতে কেহ, যেও না যেও না॥
উহাদের তুল্য কীর্ত্তি, কিছুই হবে না।
তাই বলি ওরে! মন! ইংরাজ হও না॥
কত গুণ ধরে সবে, ইংরাজ মণ্ডলে।
কত উপকার হয়, দেখ! সব কলে॥
লেখ-পড়া শিখ আর; কিছু কল কর।
হইও না হে হতাশয়, যদি কিছু পার॥
বুদ্ধিমান বটে সবে, কেহ নয় ন্যূন।
অবশ্য হইবে কল, প্রকাশিবে গুণ॥
কল কর চাস কর, বাণিজ্য ব্যাপার।
করহ সকলে মেলি, স্বাধীনত্ব সার॥
চাকরী সেবন কর্ম্মে, সেবকের মত।
আজ্ঞাধীন হয়ে কেন, খাট অবিরত॥
ছোট বড় চাকরী তো, একই সম্বন্ধ॥
চাকরীতে এতো কেন, হয় হে আনন্দ॥
সহস্র সহস্র মুদ্রা, মাসে যদি আনে।
চাকরী করিছে বলি, সকলেতে গণে॥
চাকরী করিতে হয়, না চার হইয়া।
মনিবের ভয়ে যায়, প্রাণ শুকাইয়া॥
পীড়িত হইয়া যদি, করহ কামাই।
তখনি চাকরী যাবে, ভেবে দেখ! তাই॥

ভাল বাসা হও যদি, থাক আজ্ঞাকারী।
কামাই খাটিয়া দিবে, যাবে না চাকরী॥
অত্যন্ত নাচারে করি, চাকরীর কায।
ক্ষমতা বিহীন তাই, হয়েছি নিলাজ॥
বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই, পড়িনে ইস্কুলে।
হীনত্ব স্বীকার করি, আছি ভূমণ্ডলে॥
যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞা, বলি ; কর খোষামোদ।
নতুবা তাড়াইয়া দিবে, ঘটিবে বিপদ॥
ভেবে কত ভীত হই, যোড়হস্ত করি।
সাধ্য অনুসারে শ্রম, করি যাহা পারি॥
চাকরের দোষ কত, বুঝিয়া দেখ না।
দোষ ভিন্ন গুণ প্রায়, মনিবে ধরে না॥
নিকটে আসিয়া যদি, বেশি কথা কয়।
বেয়াদোপ্ শঠ বলি, তাঁহারে তাড়ায়॥
দূরে থাকি মৃতুস্বরে, যদি কয় কথা।
ভীত বোকা বলি তারে, তাড়ায় সর্ব্বদা॥
পণ্ডিত মনিব হলে, কিছু মান রাখে।
দোষ গুণ সকলই, বিচারিয়া দেখে॥
মূর্খ মনিবের কাছে, নাহি পারাপার।
সর্ব্বদা তাড়না করে, করি অহঙ্কার॥
পণ্ডিত চাকর যদি, আসে তার কাছে।
তথাপি ধমক দেয়, প্রাণ নাহি বাঁচে॥
ধনমদে মত্ত হয়ে, দেখিতে না পায়।
হায় ! রে পেটের চিন্তা, মরি ! হায় ! হায় !

দাসত্ব স্বীকার করি, তোমার লাগিয়া।
কে আমার আমি কার, না পাই ভাবিয়া॥
আমার সংসার গণি, পুত্র, পরিবার।
তাদের খাওয়াতে কত, খাই তিরস্কার॥
মহানিদ্রা হবে যেই, অনিত্য শরীরে।
সবে প্রায় পলাইয়া, যাবে ধীরে ধীরে॥
তব, মনে ছিল যদি, সংসার বাসনা।
উদর চিন্তাতে কেন, পাই হে! যন্ত্রণা॥
হীনত্ব স্বীকার করি, উভয় কারণ।
ভ্রমিছে চাকরী জন্য, না মানে বারণ॥
পদার্থ কেমন রত্ন, কিছু জানি নাই।
মূর্খের মতন সদা, ভ্রমিয়া বেড়াই॥
বুদ্ধির জাহাজ আছে, এলে, বিয়ে, পাস্।
যদি তারা পারে কল, করিতে প্রকাশ॥
বাঙ্গালি সমাজে হবে, সেই ধন্য মান্য।
অজর অমর কীর্ত্তি, হবে অগ্রগণ্য।
চাঁদা করি তোল টাকা, আনো গোরা মিস্ত্রী॥
গণ্য, মান্য, হও সবে, কল বল করি॥
দেশের উন্নতি হবে, ঘুচিবেক দুঃখ।
করিতে পারিলে কল, হবে কত সুখ॥
বাণিজ্য স্বাধীন কার্য্য, অনেকেতে জানে।
ব্যবসায়ী লোকে ভাল, আছে মান্যমানে॥
নানাদেশ হতে আনে, নানা দ্রব্য-ময়।
বেচিয়া কিনিয়া সবে, করে ধনচয়॥

বাণিজ্য স্বাধীন কার্য্য, বহুলোকে করে।
চাসে হয় টাকা কত ; দেখ ! পরে পরে ॥
কত লোকে বড় চাষ, করিল সন্ধান।
অবশ্য হইবে বন, থাকিবেক মান ॥
খুঁজিয়া খুঁজিয়া কর, ভাল, ভাল চাষ।
কৃষকের মত ছোট, করো না হে আশ ॥
বুঝিয়া করহ চাষ, যার ফলে সোণা।
ধরণী মণ্ডলে আছে, তল্লাসে জান না ?
দোষ মাপ হয় যদি, এ বহি গ্রহণে।
চাষের বৃত্তান্ত কিছু, কব পর ক্ষণে ॥
কল কাণ্ড যদি কিছু, না করিতে পার।
ঔষধি খুঁজহ কিছু, হবে উপকার ॥
সাধারণ উপকার, সেই বড় কর্ম্ম।
বুঝিয়া করহ সবে, যায় হয় ধর্ম্ম ॥
ডাক্তারি বিলক্ষণ, ছিল না প্রচার।
এক্ষণে হয়েছে দেখ, কত গুণাকর ॥
ক্রমে ক্রমে জানিলেক, কতই ঔষধী।
চিকিৎসা করিতে সবে, করে নানাবিধি ॥
কুইনান্ মহৌষধি, হয়েছে ইদানী।
জ্বরেতে মরে না প্রায়, বাঁচে মহাপ্রাণী ॥
পদার্থ খুঁজিয়া দেখ ! কতই পাইবে।
উপার্জ্জন হবে ভাল, নাম তব রবে ॥
তৃণ, পত্র, বৃক্ষছলে, মূল কত আছে।
মহৌষধি তার মধ্যে, লও বেছে বেছে ॥

ডাক্তারি কার্য্য উহা, স্বাধীনত্ব বটে।
আনহ ঔষধি খুঁজি, বুদ্ধি আছে ঘটে॥
লিখিলাম বলিলাম, বলামাত্র সার।
কেহ গ্রাহ্য করিবে না, কহি বারম্বার॥
চেষ্টার অসাধ্য নাই, চেষ্টার অসাধ্য।
করিয়া নূতন কাণ্ড কর সবে বাধ্য॥
ডাক্তার খানা আর, কতই ইস্কুল।
মেডিকেল বিদ্যালয়, কলেজ বিপুল॥
মেডিকেল কলেজেতে, কত উপকার।
যে যায় সেখানে রোগ, মুক্ত হয় তার॥
আহার দিতেছে কত, অনাথা গরিবে।
ইহাতেই দেখ সবে, কত পুণ্য হবে॥
প্রাণ দান পায় লোকে, চলি যায় ঘরে।
দুই হস্ত তুলি কত, আশীর্ব্বাদ করে॥
ইংরাজগণের আর, হউক শ্রীবৃদ্ধি।
কতই দেখাবে আর, করে বল বুদ্ধি॥
চেরিটী ইস্কুল কত, আছে স্থানে স্থানে।
যশোরাশি পুণ্য রাশি, হয় বিদ্যা-দানে।
কম মূল্যে বস্ত্রপাই, সেও যেন দান।
রাস্তা ঘাট কল গাড়ি, দেখ! বিদ্যমান॥
পশ্চিমেতে গেছে যেই, দেশ দেশান্তর।
তাহার সম্বাদ পাই, তারের উপর॥
জলে স্থলে কলে কত, হয়েছে হে। সুখ।
কতই বর্ণিব আমি, ধরি এক মুখ॥

শিংপবিদ্যা চিত্র করা, সেও কার্য্য ভাল ।
শিক্ষহ, উত্তম রূপে, বাস যদি ভাল ॥
অগ্রে কর চিত্ত শুদ্ধি, ভাল রাখ মনঃ ।
পাপ কার্য্যে প্রবৃত্তির নাহি প্রয়োজন ॥
ইংরাজের মধ্যে বহু, সত্য পরায়ণ ।
পর উপকার হেতু, ফেরে অনুক্ষণ ॥
বর্ণিতে না পারি কত, ইংরাজের গুণ ।
জগদীশ উহাদের, কল্যাণে রাখুন ॥

সম্পূর্ণ ।